Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Shrabon 21, 1433 Bangla, August 05, 2026, Wednesday, No. 211, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has described mass uprising of August 5, 2024 as a historic victory in struggle to restore people's democratic rights, stressing that national unity forged through sacrifice must be preserved at all costs.
(Radio Today:28)

Tarique Rahman has said government does not want to avoid its responsibilities by making excuses regarding ongoing electricity & gas crisis and assured that administration is working tirelessly to resolve the issues.
(BBC:03)

Home Minister has said overall law & order situation in country remains fully under control, adding that law enforcement & intelligence agencies are on maximum alert to prevent any form of subversive activity.
(Radio Today:31)

Special Parliamentary Committee formed to amend Constitution has held its first meeting, with committee chairman Salahuddin Ahmed saying that suggestions from all opposition parties will be taken into consideration.
(BBC:10)

Information & Broadcasting Minister has called for building enduring state and social institutions inspired by the spirit of July Mass Uprising to break free from recurring cycle of political unrest & violent movements.
(Radio Today:30)

Government continues to pursue all possible legal and diplomatic measures to bring Sheikh Hasina back to Bangladesh, Prime Minister's Adviser on Information and Broadcasting has said. (Jago News:19)

State Minister for Foreign Affairs has said it is for the Indian government to clarify its position on whether deposed PM Sheikh Hasina, currently in India, will be allowed to make political statements from there.
(Jago News:22)

Three educational institutions in Dhaka have witnessed heightened tensions following attacks, counterattacks and clashes of Chhatra Dal, Chhatra Shibir and Chhatra Shakti, leaving at least 100 activists injured. (Radio Today:31)

The postponed 2026 HSC examinations under the Chattogram Education Board, deferred due to flooding, will begin on August 20 and continue until September 9. (BBC:11)

Bangladesh and South Korea have signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA, under which 97 percent of Bangladeshi products and 87 percent of South Korean products will enjoy preferential tariff benefits. (Jago News:19)

Director: 44813046 Deputy News Controller: 44813048 Assistant News Controller: 44813047
44813179

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ২১, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০৫, ২০২৬, বুধবার, নং-২১১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক বিজয়; এই আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্য যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। [রেডিও টুডে:২৮]

তারেক রহমান বলেছেন, চলমান বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট নিয়ে অজুহাত দেখিয়ে সরকার তার দায়িত্ব এড়াতে চায় না এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্রশাসন সমস্যাগুলো সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করছে। [বিবিসি:০৩]

যে-কোনো ধরনের অপ-তৎপরতা প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানের কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। [রেডিও টুডে:৩১]

সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত; বিরোধী দলীয় সকলের পরামর্শ গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন আহমদ। [বিবিসি:১০]

বারবার রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও সংঘাতের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের একটি স্থায়ী কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। [রেডিও টুডে:৩০]

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সব ধরনের আইনি ও কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা। [জাগো নিউজ:১৯]

পলাতক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে বসে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেবেন কি-না, সে বিষয়ে ভারত সরকারকেই তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। [জাগো নিউজ:২২]

ছাত্রদল-ছাত্রশিবির ও ছাত্রশক্তির মধ্যে হামলা, পাল্টা হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত ঢাকার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; আহত অন্তত শতাধিক নেতাকর্মী । [রেডিও টুডে:৩১]

বন্যার কারণে স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষা আগামী ২০ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে চলবে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। [বিবিসি:১১]

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি-সিইপিএ সই হয়েছে। বাংলাদেশের ৯৭ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার ৮৭% পণ্য পাবে অগ্রাধিকার শুল্কনীতি ভিত্তিক সুবিধা। [জাগো নিউজ:১৯]

বিবিসি

ডিসেম্বরের মধ্যে কৃষকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কৃষকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করারও নির্দেশ দেন তিনি। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কৃষক কার্ড সম্পর্কিত এক সভায় সংশ্লিষ্টদের তিনি এ বিষয়ে নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেন, ছবি ও কিউআর কোড-সংবলিত এই কার্ডে কৃষকের পরিচয় ছাড়াও কৃষি উৎপাদন, সরকারি সহায়তা এবং কৃষি বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। সংশ্লিষ্টদের এ বিষয় বিবেচনায় রেখে কার্ড তৈরির নির্দেশ দেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

অজুহাত দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাই না- জ্বালানি সংকট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বর্তমানে বাংলাদেশের গ্যাস ও জ্বালানি সংকটের বাস্তবতার বিষয়টি স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, "আমরা জানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটের ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখন এই বিষয়গুলো আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে।" মঙ্গলবার জুলাই আন্দোলন নিয়ে এক আলোচনায় সভায় এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ঢাকার ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে এই আলোচনার আয়োজন করে বিএনপি। তারেক রহমান বলেন, "আমারা জানি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ফ্যাসিবাদী সরকার এই জ্বালানি খাতকে তাদের পকেট ভারী করার খাত হিসেবে বিবেচনা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এত বছরে লুটপাট করে যে সেক্টরকে বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছে, সেই সেক্টরকে পুনর্গঠন করতে হলে তো সময়ের প্রয়োজন।" তিনি বলেন, "অনেকে বলছেন বিভিন্ন বাসাবাড়িতে, কল কারখানায় গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে হয়ত অনেক জায়গায় অনেক মিল-ফ্যাক্টরি চালানো যাচ্ছে না। অনেক বাসা বাড়িতে রান্না-বান্না করা যাচ্ছে না। ইয়েস, উই অ্যাডমিট, সমস্যা আছে, সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের সঙ্গে চুক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতে তেলের দাম কমেছে

মঙ্গলবার তেলের দাম তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করতে ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির সম্ভাবনার কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে এবং সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহেই এ নৌপথ দিয়ে আবারও জাহাজ চলাচল শুরু হতে পারে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে এমন খবরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যমানের প্রধান সূচক ব্রেন্ট ক্রুড-এর দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় পাঁচ শতাংশ কমে ৮০ ডলারের নিচে নেমে এসেছে। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে আগের দফার আলোচনাগুলো ব্যর্থ হওয়ায় তেলের বাজারে অস্থিরতা এখনো রয়েছে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কমার পাশাপাশি মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দামও পাঁচ শতাংশের বেশি কমে ব্যারেলপ্রতি ৭৬ ডলারে নেমে এসেছে। উভয় ধরনের তেলের দামই ১৩ জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, ইরান ও ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালি দিয়ে আরও বেশি জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ফেসবুক বা অন্য সামাজিক মাধ্যমেও কি শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা?

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট বুধবার ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে তার দল যে ঘোষণা দিয়েছে, তা নিয়ে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, পাল্টাপাল্টি আলোচনা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমেও। দুই বছর আগে ৫ আগস্টেই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারতেই অবস্থান করছেন। পরে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের' ঘোষণা নিয়ে দিল্লিতে প্রেস কনফারেন্সে যুক্ত হবেন বলে জানানো হয়। আওয়ামী লীগের এ ঘোষণার পর আদালতের নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে কেউ যেন তার বক্তব্য নিয়ে খবর প্রচার না করে, সে বিষয়ে সরকার গণমাধ্যমকে সতর্ক করার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন যে, শেখ হাসিনার 'বিদ্বেষমূলক' বক্তব্য প্রচারে ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা আছে এবং সেই নিষেধাজ্ঞা গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম- সবার জন্যই প্রযোজ্য হবে। যদিও আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করছে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাদের দলের নেত্রীর বক্তব্যের প্রচার ঠেকানো যাবে না। প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে অন্তবর্তী সরকারের সময়ে নির্বাহী আদেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করায় তারা চলতি বছরের সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি।

দিল্লিতে কী করবেন হাসিনা

এর আগেও দিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবের একটি মতবিনিময় সভায় শেখ হাসিনার অংশ নেওয়ার খবর ছড়িয়েছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতেই। পরে সেখানে শেখ হাসিনা সরাসরি অংশ নেননি, তার একটি রেকর্ড করা অডিও বার্তা আয়োজকরা বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। এবারের অনুষ্ঠানটিরও আয়োজক করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া। তাদের আয়োজনে শেখ হাসিনা দিল্লিতে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন এবং সশরীরে ভিডিওতে যোগ দিবেন- এমন খবর কয়েকদিন আগেই ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের জন্য তারা যেই কার্ড সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছে, তাতে শেখ হাসিনা ছাড়াও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, সাবেক এমপি ও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানসহ আরো কয়েকজনের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তবে ভারতীয় কিছু সংবাদ মাধ্যমকে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমেও এমন খবর ছড়িয়েছিল যে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে যাওয়া শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো ভার্চুয়ালি, তবে সরাসরি প্রকাশ্যে আসছেন, অর্থাৎ ভিডিওতে তাকে দেখা যাবে। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন যে, দিল্লির 'ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া' অনুষ্ঠানটির আয়োজক, কিন্তু শেখ হাসিনা বুধবার সন্ধ্যায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে তাতে অডিও বক্তব্য রাখবেন। "আমরা বা দল থেকে কখনোই বলা হয়নি যে, শেখ হাসিনা ভিডিওতে যুক্ত থাকবেন। ফরেন করেসপন্ডেন্ট ক্লাবের প্রস্তাব তিনি যখন গ্রহণ করেছেন, তখনই এটা চূড়ান্ত হয়েছিল যে, তিনি ভার্চুয়ালি অডিওতে সংযুক্ত থেকে বক্তব্য দেবেন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও জাপানি একটি বার্তা সংস্থাকে দেওয়া ই-মেইল সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আসবেন বলে দাবি করেছিলেন।

বক্তব্য প্রচার নিয়ে সরকারের সতর্কবার্তা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, কেউ যেন শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে খবর প্রচার না করে, সে ব্যাপারে গণমাধ্যমকে সতর্ক করবে বাংলাদেশ সরকার। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "শেখ হাসিনা যখন বক্তব্য দিচ্ছেন, এর আগেরবারও আমরা একটা ব্রিফিং দিয়েছি, পত্রিকাগুলোকে একটা নির্দেশনা দিয়েছি।" "আবার তিনি বক্তব্য দেবেন- এরকম নিউজ যদি কেউ দিয়ে থাকে, কালকে করবে- এটা যদি কেউ আগাম জানায়, পাবলিশ করে, এটা অবশ্যই আদালতের রায় ভায়োলেট হবে। আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবো," বলেন তিনি। মি. রহমান বলেন, "আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দেবো যে, এই কাজ কেউ যেন না করেন। কারণ এটা আদালতের নির্দেশ আছে। সরকার কিন্তু আদালত নয়।" আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য যাতে প্রচার না হয়, আপনাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে একটা।" এর আগে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তব্যের খবর প্রচারের পর মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ফাঁসির দণ্ড পাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে যাতে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে বা কর্মকাণ্ড না চালাতে পারে, সে বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। সোমবার ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এ সহযোগিতা চান বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। "পলাতক শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতে পারেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এ খবর আলোচনায় উঠে আসে," ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল। একই দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতিকে ঘিরে এমন আয়োজন, দুই দেশের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার চেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সরকারের এ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলছেন, "নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শেখ হাসিনার বক্তব্যের প্রচার সরকার ঠেকাতে পারবে না।" তবে মঙ্গলবারই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নয়াদিল্লিতে বুধবার সাংবাদিকদের যে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে, সেই অনুষ্ঠানের সাথে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানকার কোনো বক্তব্যও তারা সমর্থন করে না।

কী বিধিনিষেধ, কার জন্য প্রযোজ্য

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার 'বিদ্বেষমূলক বক্তব্য' গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল। ২০২৫ সালের ২২ আগস্ট শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে দেশের গণমাধ্যমকে সতর্ক করে একটি বিবৃতি দিয়েছিল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের ওই বিবৃতিতে তখন বলা হয়েছিল, "বিধিনিষেধ অমান্যকারী যে-কোনো সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের আইনের অধীনে আইনি জবাবদিহিতার আওতায় পড়বে।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছিল, "বাংলাদেশের আইন অনুসারে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একই সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ অনুসারে, যে-কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যারা তাদের নেতাদের কার্যকলাপ বা বক্তৃতা প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।" আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার না করার

বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা আছে। অর্থাৎ যে বক্তব্যে আদালত অবমাননা হয় কিংবা কোনও ধরনের ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো হয়- এমন যে-কোনো বক্তব্য প্রচার করা যাবে না।" কিন্তু অবমাননাকর বা ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর বিষয়টি কীভাবে দেখা হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বক্তব্য প্রচার হলেই তো দেখা যাবে যে, এ ধরনের কোনো কিছু আছে কি-না। থাকলে প্রচারকারী জবাবদিহির আওতায় আসবেন।" কার জন্য এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে জানতে চাইলে মি. ইসলাম বলেন, "সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম সবই এর আওতায় আসবে।"

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা এবং ওই বক্তব্য প্রচার না করতে গণমাধ্যমকে সরকারের পক্ষ থেকে যে আহ্বান জানানো হয়েছে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, "নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তারা কি শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার ঠেকাতে পেরেছে। বরং বিশ্ব গণমাধ্যমগুলো তার বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এবারেও তার বক্তব্য দেশবাসী শুনবেন।" প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৫ সালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন আদালত। ওই সময় আইনের দৃষ্টিতে পলাতক থাকা অবস্থায় তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে রিট করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। পরদিন তারেক রহমানের কোনো ধরনের বক্তব্য বা বিবৃতি সব ধরনের গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই সংক্রান্ত আগের সব নির্দেশনা প্রত্যাহার করেন হাইকোর্ট। যদিও বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকার সময়েও তখন লন্ডন থেকে মি. রহমান সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে নিয়মিতই তার দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন। এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগও জানিয়েছে যে, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের পেইজগুলো থেকে একযোগে শেখ হাসিনার বুধবারের বক্তব্য তারা প্রচার করবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

'এখনো তদন্তই শেষ হয়নি'- আদালতে ঝুলছে জুলাই আন্দোলন ঘিরে সহস্রাধিক মামলা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে দুস্তারা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি বাবুল মিয়া ২০২৪ সালে মারা যান। কিন্তু পরের বছর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ৪ আগস্ট আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি নিহত হয়েছেন এমন অভিযোগে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। আড়াইহাজার থানায় দায়ের করা এই হত্যা মামলায় ১৩১ জনকে আসামি করা হয়েছে, যাদের অনেকেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন। পুলিশের তদন্তে বিষয়টি প্রমাণিত হলে মামলাটিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আদালতের একটি সূত্র। তবে, এমন মামলার সংখ্যা একটি নয় বরং শতাধিক। জুলাইয়ের ঘটনায় দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্ত করতে গিয়ে তদন্ত কর্মকর্তারা এমন মিথ্যা, অসত্য, ভুয়া মামলা যেমন পাচ্ছেন, ঠিক তেমনি দুই বছরের বেশি সময় পার হলেও হত্যা মামলাগুলোর তদন্তের গতি খুব ধীর বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন স্বজন ও সংশ্লিষ্টরা। জুলাইয়ের ঘটনায় মামলাগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময় মানবাধিকার কর্মী ও আইনজ্ঞরা অতীতের মতো ঢালাও মামলা বলে সমালোচনা করে আসছেন। একই ফরম্যাটে এবং একই ধরনের আসামিরা এসব মামলাগুলোতে রয়েছেন বলে বিভিন্ন সময় বিবিসি বাংলাও প্রতিবেদন করেছে। ভুয়া, অসত্য মামলা পাওয়ার কথা আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানও জাতীয় সংসদে স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিপুলসংখ্যক মামলার তদন্ত একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এদিকে, মামলাগুলোর তদন্ত করতে গিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তারা শত্রুতা ও হয়রানিমূলক মামলা এবং বাদীর দেখা না পাওয়াসহ নানা ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন বলেন বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র এবং মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন।

সারাদেশে দায়ের হওয়া হত্যাসহ অন্য ধারার মামলাগুলোর কী অবস্থা?

২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় নিহত হন ফ্রিল্যান্স ফটো সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়। রংপুরে মা সামছি আরা জামানের সাথে দেখা করে ১০ জুলাই ঢাকায় ফেরেন তিনি। এরপরে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন চলাকালীন রাজধানীর সেন্ট্রাল রোডে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান তিনি। ওই ঘটনায় ঢাকার নিউমার্কেট থানায় একটি হত্যা মামলা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা দায়ের করা হয়। তবে, এখনো তদন্ত শেষ হয়নি এসব মামলার। এতে হতাশা প্রকাশ করেছেন নিহত প্রিয়র মা সামছি আরা জামান। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আমরাতো এখনো কোনো অগ্রগতিও পাই নাই, কোনো কিছুও পাচ্ছি না। সন্তান মারা যাওয়ার পর তো অসহায় হয়ে গেছি," বলেন মিজ জামান। নিহত প্রিয়কে সেদিন পুলিশই গুলি করেছিল বলে অভিযোগ করেন মিজ জামান। তিনি বলেন, "বলে এই দিচ্ছি, এরমধ্যেই দিচ্ছি (তদন্ত প্রতিবেদন)। পুলিশ করছে গুলি, এখন বলে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করছে। ওরা এখনো তদন্ত শেষই করতে পারেনি। পুলিশকে ওরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে চাচ্ছে।" সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ নিউমার্কেট থানার পুলিশ কর্মকর্তাসহ মোট আটজনকে মামলাগুলোতে আসামি করা হয়েছে। নিহত প্রিয়র মায়ের মতো আরো অনেকের পরিবারের সদস্যরাই বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পরে ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট এক হাজার ৮৬৬টি মামলা দায়ের করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দফতর। তবে এর মধ্যে কতগুলো হত্যা মামলা বা অন্যান্য ধারার মামলা, কতগুলোতে

তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে অথবা কতগুলো মামলাতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে- এমন বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। যদিও এর আগে, গত ৩০ এপ্রিল আইনমন্ত্রী জাতীয় সংসদে জানিয়েছিলেন, সারাদেশে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে ৭৯৯টি সরাসরি হত্যা মামলা এবং বাকিগুলো অন্যান্য ধারায় দায়ের করা মামলা। এর মধ্যে ১৫৮টি মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে। যার মধ্যে ৪০টি হত্যা মামলা এবং ১১০টি অন্যান্য ধারায় মামলার তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। দেশের বিচারিক আদালতে এসব মামলার বিচার চলমান রয়েছে বলে সেদিন সংসদে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। একইসঙ্গে এসব মামলার তদন্ত সম্পর্কে সেদিন আইনমন্ত্রী বলেছিলেন, "প্রতিটি মামলায় যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে, যাতে বিচারিক প্রক্রিয়ায় আইনি দুর্বলতা না থাকে।"

তবে, বুধবার বিবিসি বাংলাকে পুলিশ সদর দফতর থেকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, তদন্ত শেষ হয়েছে- এমন মামলার সংখ্যা কিছুটা বেড়ে ২৬৪টি হয়েছে। তবে, বিভিন্ন জেলায় কতগুলো মামলা সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি পুলিশ সদর দফতর। তবে, শুধু ঢাকা মহানগরীতে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর একটি হিসাব বিবিসি বাংলাকে সরবরাহ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। ওই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা মহানগরীতে মোট ৭৯০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৮০টি হত্যা মামলা এবং বাকি ৩১০টি অন্যান্য ধারার মামলা। এর মধ্যে তদন্ত শেষে মাত্র নয়টি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি হত্যা ও বাকি চারটি অন্যান্য ধারার মামলা। ডিএমপির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫৯৮টি মামলা এখনো তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের ধীরগতি নিয়ে প্রশ্ন করলে পুলিশ সদর দফতরের মুখপাত্র এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন বিবিসি বাংলাকে বলেন, এসব মামলার তদন্ত সময়সাপেক্ষ ও খুবই সংবেদনশীল। তিনি বলেন, "বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো খুবই সংবেদনশীল এবং অধিকাংশই বহু আসামি, বিপুলসংখ্যক সাক্ষী, ডিজিটাল ও ফরেনসিক আলামত এবং বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।" "তাই প্রতিটি মামলার তদন্ত নিরপেক্ষ, তথ্যভিত্তিক ও আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময় লাগছে। শুধু দ্রুততার জন্য নয়, মানসম্মত তদন্ত নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার," বলেন মি. হোসাইন। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হন, সেই লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে তদন্ত শেষ করা হবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা। মি. হোসাইন বলছেন, "প্রতিটি মামলার প্রকৃতি ও জটিলতা ভিন্ন হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয়।"

তদন্তে সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন

চব্বিশের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের দিন যাত্রাবাড়ি থানার সামনে গলির মুখে গুলিতে নিহত হন জিহাদ হাসান। এই ঘটনায় কদমতলী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন পারভেজ হোসেন নামে এক ব্যক্তি, যাকে চেনেন না নিহত জিহাদের পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু ঘটনাস্থল ভুল থাকা এবং মামলার বাদীর ঠিকানা ভুল এবং বারবার নোটিশ দিলেও, পুলিশের সাথে যোগাযোগ না করায় এই মামলায় কদমতলী থানার পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় বলে জানিয়েছে ঢাকার বিচারিক আদালতের একটি সূত্র। এরই মধ্যে, এই মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদনের পর আদালত বাদী পারভেজ হোসেনকে নোটিশ দিলেও, এখনও কোন উত্তর দেয়নি বলে জানা গেছে। একইসঙ্গে, জিহাদ হাসান নিহতের এই ঘটনায় যাত্রাবাড়ি থানায় আরেকটি হত্যা মামলা থাকায় ওই প্রতিবেদন দেওয়া হয় বলে বিচারিক আদালতের সূত্র জানিয়েছে। এদিকে, ঢাকা মহানগরীতে দায়ের হওয়া ৭৯০ মামলার মধ্যে ২৮টি মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, যার মধ্যে ২৩টি হত্যা মামলা। বাকি পাঁচটি অন্য ধারার মামলা। একইসঙ্গে, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন ২৭২টি মামলা তদন্ত করে। পিবিআই ১৬৫ মামলার তদন্ত শেষে এ বছরের এপ্রিলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, ১১১টি ঘটনার প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু এসব মামলায় অর্ধেকেরও বেশি আসামির বিরুদ্ধে অপরাধে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাদের অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। বাকি আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি ৩১টি মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। পিবিআইয়ের তদন্তে এমন ঘটনাও বেরিয়ে এসেছিল, যেখানে মামলায় জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখানো হয়েছে বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করার অর্থ হলো, মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রমাণ না পেলে যে প্রতিবেদনটি দাখিল করেন, আদালতে সেটিকেই বোঝানো হয়। আদালতে কোনো মামলায় এই চূড়ান্ত রিপোর্ট বা এফআরটি দাখিল করে ওই মামলা থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করে থাকে পুলিশ বা তদন্ত কর্মকর্তা। তবে এটি দিলেই যে মামলাটি শেষ, তা নয়। এরপরেও আইনি ধাপ রয়েছে। এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর আদালত চাইলে বাদীপক্ষকে নোটিশ দিতে পারে, বাদী তদন্তে সন্তুষ্ট না হলে নারাজি আবেদন দিতে পারে এবং পরবর্তীতে আদালত বিভিন্ন বিষয় শুনানি করে ওই মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আদালত চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করতে পারেন বা বাদীর নারাজি আবেদন গ্রহণ করে পুনঃতদন্তের নির্দেশও দিতে পারেন। একইসঙ্গে, আদালতের কাছে যদি মনে হয়, অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে, তাহলে পুলিশের ওই রিপোর্ট গ্রহণ না করে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার শুরুর নির্দেশও দেওয়ার এখতিয়ারও রয়েছে আদালতের।

এদিকে, কতগুলো ভুয়া, অসত্য ও মিথ্যা মামলা চিহ্নিত করা হয়েছে সেই তথ্য দেওয়া হয়নি পুলিশ সদর দফতরের পক্ষ থেকে। তবে, বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে, সারাদেশে এরকম ১১০টি মামলা চিহ্নিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভুয়া বা মিথ্যা মামলা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর না দিলেও পুলিশ সদর দফতরের মুখপাত্র এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন জানান, তদন্ত করতে গিয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা শত্রুতা ও হয়রানিমূলক মামলাসহ নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছেন। "প্রতিকূলতা বলতে এজাহারের দুর্বলতা, ঘটনার নির্ভুল বর্ণনার অনুপস্থিতি, শত্রুতা এবং হয়রানিমূলক মামলা, ময়না তদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফন, কিছু ক্ষেত্রে বাদীর সাক্ষাৎ না পাওয়ার" মতো ঘটনা পাচ্ছেন বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন।

জুলাইয়ের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাগুলোর যে অবস্থা

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরুর পর চব্বিশের ১৪ জুলাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে, কোটায় সরকারি চাকরির বিষয়ে বলেন, "মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা পাবে না, রাজাকারের বাচ্চারা পাবে?" তার এমন মন্তব্যের পরই মূলত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ওই ঘটনার পর ওইদিনই রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনকারীরা ফুঁসে ওঠে। "তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার" স্লোগান দিয়ে আন্দোলনে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। পরে ১৬ জুলাই আন্দোলন চলাকালীন রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে সংশোধনী এনে জুলাইয়ের ঘটনার বিচার শুরু করা হয়। তবে, সেসময় থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং আইন বিশেষজ্ঞরা এই বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পরবর্তীতে বিচারিক কার্যক্রম শেষে এই ট্রাইব্যুনালে রায়ও হয়েছে কয়েকটি। গত ১৪ জুলাই জাতীয় সংসদে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, জুলাই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৫৯০টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। "৫৯০টি অভিযোগের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রসিকিউশন টিম যাচাই-বাছাই করে ১০৯টি মামলা সিলেক্ট করেছিলেন। সেই ১০৯টি মামলার মধ্যে ৪৩টি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল হয়েছে," বলেছেন আইনমন্ত্রী। ছয়টি মামলায় বিচার শেষ করে রায় দিয়েছে পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল। যার মধ্যে নিহত আবু সাঈদ হত্যা মামলাটিও রয়েছে। এই মামলায় দুই পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড এবং বাকি আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এছাড়াও, জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেক মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই মামলার গ্রেফতারকৃত আসামি ও অ্যাপ্রুভার বা রাজসাক্ষী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রামপুরায় কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণ আমির হোসেনকে গুলি ও দুইজনকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এই মামলার আসামি এক পুলিশ সদস্যের যাবজ্জীবন এবং আরেক পুলিশ সদস্যকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া, জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেকটি মামলায় দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে। জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দেওয়া এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। এছাড়া ৩৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে, একজন রাজসাক্ষীকে খালাস দেওয়া হয়েছে বলে জাতীয় সংসদে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন। এছাড়া ২৬টি মামলা এখনো বিচারাধীন আছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

তবে এরইমধ্যে, আরো কয়েকটি মামলার তদন্ত শেষে প্রসিকিউশনে প্রতিবেদন দাখিলের পর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। এর মধ্যে, ২০১৮ সালে কক্সবাজার জেলার টেকনাফে মাদকবিরোধী এক অভিযানে সাবেক পৌর কাউন্সিলর একরামুল হক হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের এক সমাবেশে হামলার ঘটনার তদন্ত শেষে ৬১ জনকে হত্যার ঘটনায় গণহত্যার অভিযোগ এনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে ট্রাইব্যুনালে। এই মামলায় শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য, বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরসহ ৪১ জনকে আসামি করা হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) আন্তর্জাতিক আইনি মানদণ্ড সমুন্নত রাখতে কর্তৃপক্ষ 'ব্যর্থ হচ্ছে' বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। একইসঙ্গে, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। "ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের ফ্যাসিজমের সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছি," বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকারি চাকরিতে এখন কোন কোটা কত শতাংশ আছে?

সরকারি চাকরিতে 'কোটা সংস্কার'-এর একটি দাবিকে ঘিরে ২০২৪ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে, সেটি দুই মাস পর দেশটির জন্য নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করে; ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা একটি সরকারের পতন হয় এবং রাজনীতির নানা হিসাব-নিকাশ পাল্টে যায়। তবে চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল

এর আগেও। ২০১৮ সালে আন্দোলনের মুখে সরকার একেবারেই বাতিল করে দিয়েছিল কোটা পদ্ধতি। এ সংক্রান্ত পরিপত্রও জারি করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। এরইমধ্যে সরকারের ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে করা একটি রিটের পর, ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ে আবারও চাকরিতে ফিরে আসে কোটা পদ্ধতি। সেসময় কোটা পুনর্বহাল নয়, বরং যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে চব্বিশের ৯ জুন আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। কিন্তু আন্দোলন বেগবান করতে থাকে শিক্ষার্থীরা। যেটি জুলাই মাসে চূড়ান্ত রূপ নেয়। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' ব্যানারে তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। যার জেরে অনেক জায়গায় পুলিশ ও তৎকালীন সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীদের সাথে সংঘাত হয় আন্দোলনকারীদের। এরইমধ্যে এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

এরপরই সারাদেশে সহিংসতা- প্রাণহানি, সড়ক অবরোধ, ইন্টারনেট শাটডাউন, পুলিশের ওপর হামলা, সেনা মোতায়েন, কারফিউ জারির মতো ঘটনা ঘটে। কারফিউর মধ্যেই ২১ জুলাই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা লিভ টু আপিলের শুনানির জন্য বসে সর্বোচ্চ আদালত, যেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা পুনর্বহাল করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করে দেন সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তী সরকার জুলাইয়ের আন্দোলনকারীদের জন্য নানা ধরনের সুবিধা ঘোষণা করলে মূলত কোটা নিয়ে নানা শঙ্কা তৈরি হয়। যেমন : আধা-সরকারি চাকরিতে জুলাইয়ে আহত ও নিহতদের পরিবারের সক্ষম সদস্যদের অগ্রাধিকারের মতো বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয় এক প্রজ্ঞাপনে । ফলে প্রশ্ন উঠেছে, জুলাইয়ের আন্দোলনকারীরাও কি চাকরিতে কোটা সুবিধা পাচ্ছেন? এখন তাহলে সরকারি চাকরিতে কত শতাংশ কোটা আছে? বা চাকরিতে নতুন কোনো কোটা যুক্ত হয়েছে কি না?

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে কোন কোটা কত শতাংশ?

শেখ হাসিনার সরকার ২০১৮ সালে কোটা বিলুপ্ত করার আগে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ১০ শতাংশ জেলা কোটা, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য পাঁচ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ- এই পাঁচ ক্যাটাগরিতে মোট ৫৬ শতাংশ কোটা ছিল। ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ে আগের ওই ব্যবস্থা ফিরে এলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে, যা একপর্যায়ে শেখ হাসিনার পতনের এক দফা দাবিতে রূপ নেয়। এমন প্রেক্ষাপটে আপিল বিভাগ ওই বছরের ২১ জুলাই ৫৬ শতাংশ কোটা বাতিল করে রায় দেয়। সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ মেধাভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে রায় দেয় আপিল বিভাগ। আর ৫৬ শতাংশের পরিবর্তে সাত শতাংশ কোটায় নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুধু মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য পাঁচ শতাংশ কোটা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় আপিল বিভাগের রায়ে। পূর্বে মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতিরা কোটার সুবিধা পেতো সেটি বাতিল করে দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য এক শতাংশ কোটা; আর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য এক শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন সর্বোচ্চ আদালত।

তবে, নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদগুলো সাধারণ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয় রায়ে। একইসঙ্গে, প্রয়োজন এবং সার্বিক বিবেচনায় সরকার আদালতের নির্ধারিত কোটা বাতিল, সংশোধন বা সংস্কার করতে পারবে বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ২৩ জুলাই গেজেটও জারি করেছিল শেখ হাসিনার সরকার। যদিও শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় তাকে। বর্তমান বিএনপি সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আবদুল বারি এ বছরের এপ্রিলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে করা হয়। এছাড়া বাকি সাত শতাংশ কোটায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়। বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য মো. নুরুল ইসলামের উত্থাপিত এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এই তথ্য দেন সংসদে। একইসঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রী এটিও জানান, ২০২৪ সালের ২৩ জুলাই প্রকাশিত একটি সরকারি গেজেট অনুযায়ী এখন সরকারি চাকরিতে কোটা বণ্টন করা হয়। অর্থাৎ, চব্বিশের আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে আপিল বিভাগের দেওয়া রায় অনুযায়ীই এখনো সরকারি চাকরিতে সাত শতাংশ কোটায় নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, “২৩ জুলাইয়ের গেজেট অনুযায়ী, সব গ্রেডের সরকারি চাকরিতে সাত শতাংশ কোটায় এবং ৯৩ শতাংশ মেধায় নিয়োগ দেওয়া হয়। এর বাইরে অন্য কোনো কোটা নেই।”

কখন থেকে বাংলাদেশে কোটা ব্যবস্থা?

কোটা বলতে বোঝায় চাকরি বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কিছু সুবিধা সংরক্ষিত রাখা। মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর মানুষদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে বা কোনো বিশেষ কারণে কোনো শ্রেণিকে বিশেষ সুবিধা দিতে কোটার ব্যবস্থা থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই কোটা পদ্ধতি চালু আছে। ব্রিটিশ শাসনামলে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যও কোটা বরাদ্দ করা হয়। দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলেও প্রদেশভিত্তিক কোটা বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকেই

চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা, জেলা ও নারী কোটা ছিল। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশন ও দপ্তরে নিয়োগ এবং কোটা বণ্টনের বিষয়ে ১৯৭২ সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার একটি নির্বাহী আদেশ জারি করে। এতে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণির চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ মেধা এবং বাকি ৮০ শতাংশ জেলা কোটা রাখা হয়। এই ৮০ শতাংশ জেলা কোটার মধ্য থেকেই ৩০ শতাংশ কোটা মুক্তিযোদ্ধা এবং ১০ শতাংশ কোটা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ কোটার বড়ো একটি অংশই বরাদ্দ করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে প্রথমবারের মতো কোটা বণ্টনে পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং শুধু নারীদের জন্য আলাদা করে কোটার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মোট কোটার ৪০ শতাংশ মেধা, ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা, ১০ শতাংশ নারী, ১০ শতাংশ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং বাকি ১০ শতাংশ কেবলই জেলার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের কোটায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ১৯৮৫ সালে কোটা পদ্ধতির সংশোধন আনে তৎকালীন সংস্থাপন (বর্তমান জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, "প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদসমূহের জন্য মেধাভিত্তিক কোটা হইবে ৪৫ শতাংশ এবং জেলাভিত্তিক কোটা হইবে ৫৫ শতাংশ। এই জেলাভিত্তিক কোটার মধ্য হইতে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০ শতাংশ, মহিলাদের ১০ শতাংশ এবং উপ-জাতীয়দের জন্য ৫ শতাংশ পদ সমন্বয় করিতে হইবে।" ১৯৯০ সালে নন-গেজেটেড পদগুলোর নিয়োগে কোটা পদ্ধতিতে আংশিক পরিবর্তন আনা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে তা অপরিবর্তিত থাকে। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৯৭ সালে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। ১৯৮৫ সালের কোটা বণ্টন অপরিবর্তিত রেখে কেবল ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় "উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার" জন্য তা বরাদ্দের আদেশ জারি করা হয়। এর কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কোটার পরিমাণ অনুযায়ী চাকরিতে নিয়োগ পাচ্ছেন না মর্মেও বেশ কয়েকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এসময় নির্দেশনা না মানলে "সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে" বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। তবে ২০০২ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে আরেকটি পরিপত্র জারি করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ কোটা বণ্টনের বিষয়ে আগের জারি করা পরিপত্রগুলো বাতিল করা হয়। এতে বলা হয়, "মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত ৩০% কোটা অন্য প্রার্থী দ্বারা পূরণ না করে সংরক্ষণ করার যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তা সংশোধনক্রমে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ২১তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত ৩০% কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে উক্ত কোটার শূন্যপদগুলো (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) মেধাভিত্তিক তালিকায় শীর্ষে অবস্থানকারী প্রার্থীদেরকে দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে।" অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা কোটার ৩০ শতাংশে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধা তালিকার প্রার্থী থেকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করলে এই নির্দেশনাও বাতিল করা হয়। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হলে পদ খালি রাখার নির্দেশ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। কোটায় পরবর্তী পরিবর্তন আসে ২০১১ সালে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিদেরও ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সবশেষ ২০১২ সালে এক শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা যুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। আর এখন জেলা, নারী ও মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতি কোটা নেই।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের প্রেসিডেন্টের 'পদত্যাগের' খবর নিয়ে যা বললো তার কার্যালয়

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের পদত্যাগের খবরকে "সম্পূর্ণ বাজে কথা ও মিথ্যা" বলে অভিহিত করেছেন তার দপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন সদস্য। ইরানের প্রেসিডেন্টের দপ্তরের যোগাযোগ ও তথ্য বিভাগের উপ-পরিচালক মেহদি তাবাতাবাই এক্স-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, "মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং বেপরোয়া চরমপন্থিদের একটি অশুভ জোট পবিত্র ঐক্য এবং জাতীয় সংহতিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।" এর আগে, ইরানের একজন ধর্মীয় নেতা মোহাম্মদ বাঘের খারাজি মন্তব্য করেছিলেন, দেশটির সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি সতর্ক করেছেন যে, "পেজেশকিয়ান যদি আবারও পদত্যাগ করেন" তবে তা গ্রহণ করা হবে। ইরানের গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এদিকে, বিবিসি ফার্সির খবরে বলা হয়েছে, ইরানের বিভিন্ন গণমাধ্যম ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের একটি ভিডিও বক্তব্যের অংশ সম্প্রচার করেছে, যেখানে তিনি বলেছেন, "আমি পদত্যাগ করব না এবং অবিচল থাকব।" ভিডিওটিতে পেজেশকিয়ান বলেন, "আমরা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগে রয়েছি।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিশ্ব বাজারে আবার বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধ শেষ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল সরবরাহ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ থেকে বিশ্ববাজারে তেলের দাম প্রায় এক শতাংশ বেড়ে গেছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি এক দশমিক ১২ ডলার বেড়ে ৮৪ দশমিক ৮৯ ডলারে পৌঁছেছে। আগের দিন ব্রেন্টের দাম সাত শতাংশ কমে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বেঞ্চমার্ক ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট অপরিশোধিত তেলের দাম ৭৭ সেন্ট বা এক শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮১ দশমিক ১১ ডলারে

দাঁড়িয়েছে। এর আগের দিন এ তেলের দাম পাঁচ শতাংশ কমে প্রায় এক সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। দুই দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে এবং হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে বিরোধ মেটাতে আলোচনা চলাকালে তিনি নতুন করে ইরানে কোনো হামলা চালানোর নির্দেশ দেবেন না। তার ওই ঘোষণার পরই তেলের দাম কমে গিয়েছিল। তবে সোমবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই ট্রাম্পের বক্তব্য নাকচ করে বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের কোনো আলোচনা চলছে না এবং কোনো বৈঠকেরও পরিকল্পনা নেই। এর পরই তেল সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে, আর সেই প্রভাবে তেলের দামও বাড়ে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

৫৫ বছরেও মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের সঠিক তালিকা কেন হয়নি- প্রশ্ন জামায়াত আমিরের

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও কেন শহিদ ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিক তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের যেটা আছে সঠিক হোক, বেঠিক কিছুটা আছে। শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তালিকা নাই। ৬৫৬ জন নাকি ভাতা পায়, আমি শুনেছি। আশ্চর্য ব্যাপার, আমরা বলছি এত লাখ, এত লাখ, তাহলে এত লাখটা রেকর্ড হচ্ছে না কেন? এটা তো সরকারের দায়িত্ব।" জামায়াতের আমির বলেন, "এতগুলো সরকার আসলো গেল, সবাই দাবি করেন যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্টেকহোল্ডার। ওকে, আপনারা মুক্তিযুদ্ধের স্টেকহোল্ডার, আপনাদের সম্মান করি। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করছেন না কেন? এটা করেন। ইতিহাসটা উঠে আসুক, ওই ফ্যামিলিগুলা গ্লোরিফাই হোক, শহিদের আত্মা শান্তি পাক।" "৭১-এর মতো ২৪ যেন হারিয়ে না যায়। আমি সরকারকে অনুরোধ করব, এটি তো সরকারি উদ্যোগ নয়, সরকারের দায়িত্ব আছে। আপনারা উদ্যোগ নেন, সঠিক ইতিহাস রচনা করেন," বলেন মি. রহমান। তিনি বলেন, "২৪-এর পরিবর্তনের আগে আমাদের কণ্ঠে, রাজনীতিবিদদের কণ্ঠে যে সুর ছিল, ৫ তারিখের পর থেকে আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারির পর থেকে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। আগে যে সমস্ত কথা বলেছেন, অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, অনেকে এটা এখন বেমালুম ভুলে গেছে। তার ঠিক বিপরীতে গিয়ে এখন তারা ন্যারেটিভ দাঁড় করাচ্ছেন, বয়ান তৈরি করছেন।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

হরমুজ প্রণালির কাছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার খবর

যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস অর্গানাইজেশন (ইউকেএমটিও) জানিয়েছে, তারা ওমানের আল খাসাবের উত্তর-পূর্বে ২০ নটিক্যাল মাইল দূরে একটি জাহাজ হামলার শিকার হওয়ার তথ্য পেয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি মালবাহী জাহাজ জরুরি যোগাযোগ চ্যানেলে ঘোষণা দেয় যে, সেটিকে অজ্ঞাত একটি ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তু করেছে। সামুদ্রিক দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইটটি জানিয়েছে, "কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি তদন্ত করছে।" গতকাল একই এলাকায় একটি তেলবাহী ট্যাংকার কাছাকাছি একটি বিস্ফোরণের খবর দিয়েছিল। তবে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস অর্গানাইজেশন জানিয়েছে, জাহাজটির নাবিকদল এবং জাহাজের কাঠামোর কোনো ক্ষতি হয়নি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

জুলাই স্মৃতি জাদুঘর সবার জন্য খুলে দেওয়া হবে ৬ অগাস্ট

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণে নির্মিত 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' আগামীকাল বুধবার উদ্বোধন করা হবে। সকাল ৯টায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে জাদুঘরটির উদ্বোধন করবেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। তবে 'সর্বসাধারণের জন্য' আগামী ৬ আগস্ট থেকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর খোলা থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের জন্য জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ রাখা হবে এবং প্রথম দিনটি শুধু জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এরপর থেকে এটি সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। তবে একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী এলে ব্যবস্থাপনা কঠিন হতে পারে বলে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক (স্লট) প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই দর্শনার্থীদের আগে থেকে অনলাইনে বুকিং করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা এবং শিশুদের জন্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

'বিরোধী দলের সবার পরামর্শ আমরা গ্রহণ করবো': বিশেষ কমিটির বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে পাঁচটি নাম দেওয়ার কথা ছিল, সেই নামগুলো আমরা এখনো পাইনি। আমি আশা করি, পরবর্তী পর্যায়ে তারা হয়ত অনুধাবন করবেন, নাম দেবেন এবং তাদের সাথে আমরা আলোচনা করবো," বলেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক হয়েছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, "বিরোধী দলীয় সকলের পরামর্শ আমরা গ্রহণ করবো। তারা যদি মিটিং-এ এসে দেয়, ভালো। মিটিং-এর বাইরে লিখিতভাবে দিলেও আমরা সেটি গ্রহণ করবো। আমরা একটি গ্রহণযোগ্য সংশোধনী আনতে চাই, সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করে সেই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে চাই।" বিশেষ কমিটির সামনে কোনো চ্যালেঞ্জ রয়েছে কি না- এমন এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "কমিটির

সামনে চ্যালেঞ্জ নেই, প্রত্যাশা আছে। আমরা সবার সাথে আলোচনা করতে চাই। এটাকে চ্যালেঞ্জ বলতে চাই না। যেহেতু আমরা উদার, ওপেন, আমরা সবার কথা শুনবো। এত বড়ো একটা ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো, জাতির প্রত্যাশা অনেক। শহিদদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে।” তিনি জানান, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তা টেকসই করতে হলে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। উল্লেখ্য, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংবিধান সংস্কারের জন্য যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছিল, বিএনপি তার সঙ্গে একমত হয়নি। গত ১৩ জুলাই সালাহউদ্দিন আহমদের সভাপতি করে ১২ সদস্যের ‘সংবিধান সংশোধন-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি’ গঠন করা হয়। বিরোধী দল আপত্তি জানিয়ে এই কমিটিতে যোগ দেয়নি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

চট্টগ্রাম বোর্ডের স্থগিত হওয়া এইচএসসি পরীক্ষার নতুন সময়সূচি

বন্যার কারণে স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ২০২৬ সালের স্থগিত হওয়া এইচএসসি পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন রুটিন অনুযায়ী, আগামী ২০ আগস্ট থেকে স্থগিত হওয়া লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়ে চলবে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগামী ২০ আগস্ট ইংরেজি (আবশ্যিক) দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার মাধ্যমে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের স্থগিত হওয়া পরীক্ষাগুলো শুরু হবে। ২২ আগস্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), ২৪ আগস্ট পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র, হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র ও যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র এবং ২৭ আগস্ট পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র ও যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ আগস্ট সকালে ভূগোল প্রথম পত্র এবং বিকেলে আরবি ও পালি প্রথম পত্র, ৩১ আগস্ট ভূগোল দ্বিতীয় পত্র এবং বিকেলে আরবি ও পালি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২ সেপ্টেম্বর রসায়ন প্রথম পত্র, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র, ইতিহাস প্রথম পত্র, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন প্রথম পত্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৫ সেপ্টেম্বর এসব বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা নেওয়া হবে। এ ছাড়া ৭ সেপ্টেম্বর অর্থনীতি প্রথম পত্র ও প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস প্রথম পত্র এবং ৯ সেপ্টেম্বর অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র ও প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ নারগীস)

হাসিনার বক্তব্যের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই : জয়সওয়াল

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নয়াদিল্লিতে বুধবার সাংবাদিকদের যে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে, সেই অনুষ্ঠানের সাথে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানকার কোনো বক্তব্যও তারা সমর্থন করে না। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক জানতে চান যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা (সোমবার) আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছেন, যেন শেখ হাসিনাকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া বা কর্মকাণ্ড চালাতে না দেওয়া হয়, যা বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে। দিল্লিতে হওয়ার কথা রয়েছে, এমন একটি সম্মেলনের আগে এই বার্তা দেওয়া হলো। এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী? রনধীন জয়সওয়াল ওই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, সেটি একটি বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে। এর সাথে ভারত সরকারের কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা নেই। সেখানে প্রকাশ করা কোনো মতামত বা বক্তব্য ভারত সরকার সমর্থন করে না, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।” মি. জয়সওয়ালের কাছে আরেকজন সাংবাদিক জানতে চান, ভারতে ব্রিকস সামিটে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেটি কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমন্ত্রণ? নাকি বিমসটেসের সভাপতি হিসাবে জানানো হয়েছে? উত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জয়সওয়াল বলেন, “গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ব্রিকস সম্মেলনের আগে বিমসটেকের বর্তমান সভাপতি হিসাবে আউটরিচ সেসনে অংশ নেওয়ার জন্য ভারত তাকে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।” “প্রচলিত রীতি অনুযায়ীই নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে তাকে ওই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আঞ্চলিক অন্য নেতাদেরও একইভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে,” বলেন মি. জয়সওয়াল।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ নারগীস)

ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪ ধারা জারি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসের ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বেরোবির প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান। এর আগে, এদিন সকালেই ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ১৪৪ ধারা জারিসহ সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রংপুরের তাজহাট থানার ওসি বরাবার লিখিত আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ আগস্ট “বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে” ২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে, এদের মাঝে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর। তারা সকলে রংপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ ৪ আগস্ট

ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে বাংলাদেশ ছাত্রশিবির ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একই জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সমাবেশের ডাক দেওয়ায় ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। তাই, ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে ১৪৪ ধারা জারিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন মর্মে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে করা ওই আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-শিবিরের দুই দফায় সংঘর্ষ

ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে দুই দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে প্রথমে ক্যাম্পাসে, পরে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল চত্বরে আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমানকে বেলা ৩টার দিকে কল দিলে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, দুই গ্রুপের মাঝে সংঘর্ষ হয়েছে। তারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অনুপম মল্লিক আদিত্য বিবিসি বাংলাকে বলেন, প্রথমে দুপুর ১২টার দিকে ক্যাম্পাসে দুই গ্রুপের মাঝে সংঘর্ষ হয়। তখন ছাত্রদল শিবিরকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এরপর ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতালে আহতদেরকে নেওয়ার পর সেখানে আবার সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি এখন কিছুটা শান্ত। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

'সব ঝুট হ্যায়': ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়া নিয়ে চিফ প্রসিকিউটর

“শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য যাতে প্রচার না হয়, আপনাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে একটা,” গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। “শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য আপনারা প্রচার করবেন না। বাকি বক্তব্য প্রচার করতে আইনগত বাধা কোথায়? কিন্তু আদৌ ওনার বক্তব্য পাই কি না...দেখেন না...৫ তারিখ আসুক না...আমরা ৬টা-৭টা পর্যন্ত ওয়েট করি না...দেখি না! আমার কাছে তো মনে হয়, 'সব ঝুট হ্যায়'" যোগ করেন তিনি। আজ মঙ্গলবার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে খবর প্রচার করলে ব্যবস্থা নেবে বাংলাদেশ সরকার

কেউ যেন শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে খবর প্রচার না করে, সেব্যাপারে গণমাধ্যমকে সতর্ক করবে বাংলাদেশ সরকার, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। আজ সচিবালয়ে আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা তার কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বলেন, “শেখ হাসিনা যখন বক্তব্য দিচ্ছেন, এর আগেরবারও আমরা একটা ব্রিফিং দিয়েছি, পত্রিকাগুলোকে একটা নির্দেশনা দিয়েছি।” “আবার তিনি বক্তব্য দেবেন- এরকম নিউজ যদি কেউ দিয়ে থাকে, কালকে করবে- এটা যদি কেউ আগাম জানায়, পাবলিশ করে, এটা অবশ্যই আদালতের রায় ভায়োলেট হবে। আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবো,” বলেন তিনি। এর আগেও যারা শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশ সরকার তাদের সতর্ক করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দেবো যে, এই কাজ কেউ যেন না করেন। কারণ এটা আদালতের নির্দেশ আছে। সরকার কিন্তু আদালত নয়।” “কেউ যদি সংক্ষুব্ধ হয় যে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে বাধা দেওয়া ভুল হচ্ছে, প্রচারিত হতে দেওয়া উচিত কেউ যদি মনে করেন- তিনি কিন্তু আদালতে যেতে পারেন। সরকারের কাজ হচ্ছে আদালতের যে সিদ্ধান্ত, সেটা এক্সিকিউট হচ্ছে কিনা। সে ব্যাপারে সে ব্যবস্থা নেবে।”
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

৫ আগস্ট ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর তথ্য ডিএমপির

৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক ও বহুমাত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। দিবসটিকে কেন্দ্র করে যে-কোনো ধরনের নাশকতা, অপ্রীতিকর ঘটনা বা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা মোকাবিলায় এসব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ডিএমপি'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকাজুড়ে পিকেট ও চেকপোস্ট ডিউটি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে মহানগরের সকল প্রবেশপথে তল্লাশি কার্যক্রম ও চেকপোস্ট পরিচালনা জোরদার থাকবে। পাশাপাশি ডিবি ও সিটিটিসি সাদা পোশাকে সব গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যুতে অপারেশনাল কাজে মোতায়েন থাকবে। যে-সব স্থানে সাধারণ মানুষের সমাগম বেশি হবে, সেখানে সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং ডগ-স্কোয়াড ইউনিটের মাধ্যমে বিশেষ সুইপিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া, সকল অনুষ্ঠানস্থল এবং জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ এলাকাকে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনের নজরদারিতে আনা হয়েছে। একই সাথে সাদা পোশাকে সিটিএসবি ও আইএডির গোয়েন্দা কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। যে-কোনো ধরনের জরুরি পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখা হচ্ছে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি)। নিয়মিত মোতায়েনের পাশাপাশি ডিএমপির অতিরিক্ত ফোর্সসহ র‍্যাব ও সিআইডি যৌথভাবে মহানগরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে সক্রিয় থাকবে এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে

পর্যবেক্ষণের জন্য সকল উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ সরাসরি মাঠে উপস্থিত থেকে ডিউটি তদারকি করবেন বলেও জানানো হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ত্বক ফর্সাকারী আটটি ক্রিমের বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধে বিএসটিআইয়ের আহ্বান

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় বাংলাদেশ মান অনুযায়ী বিপজ্জনক মাত্রায় ক্ষতিকর মার্কারির উপস্থিতি শানক্ত হওয়ায় আটটি ব্রান্ডের ত্বক ফর্সাকারী ক্রিমের বিক্রয়-বিতরণ ও মজুদ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন বা বিএসটিআই। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় এসব ক্রিম ব্যবহারে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়। ওই আটটি ক্রিমের সাতটি পাকিস্তানের ক্রিম ও একটি চীনা কোম্পানির। ক্রিমগুলো হলো পাকিস্তানের এসজে এন্টারপ্রাইজের চাঁদনি হোয়াইটেনিং ক্রিম, কিউসিআই কোম্পানির নিউ ফেস বিউটি ক্রিম, লোয়া ইন্টারন্যাশনালের নিভিয়া বিউটি ক্রিম ও নিভিয়া হোয়াইটেনিং ক্রিম, নুর এন্টারপ্রাইজের নুর হোয়াইটেনিং ক্রিম, ক্রিয়েটিভ কসমেটিকসের ডিউ বিউটি ক্রিম, গৌরি কসমেটিকস প্রাইভেট লিমিটেডের গৌরি বিউটি ক্রিম এবং চীনের জিএলডিজেবি (হারবিন) কসমেটিকসের ন্যাচারাল পার্ল স্কিন ক্রিম। বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক কাজী ইমদাদুল হক বলেছেন, “জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো ধরনের আপসের সুযোগ নেই। যে-কোনো প্রতিষ্ঠান ক্ষতিকর উপাদানযুক্ত প্রসাধনী উৎপাদ, আমদানি বা বাজারজাত করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি আলোচনার কোনো পরিকল্পনা নেই : কাতার

কাতার জানিয়েছে, তারা ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধের কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে শিগ্‌গিরই সরাসরি আলোচনার কোনো পরিকল্পনা নেই। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মজিদ আল-আনসারি বলেছেন, “আমরা নিশ্চিত করছি যে, সকল পক্ষের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।” তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো একটি স্বল্পমেয়াদী সমাধান খুঁজে বের করা, যা আলোচনা পুনরায় শুরু করতে এবং সামগ্রিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে সাহায্য করবে।” কাতার ও পাকিস্তান একসাথে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীরর ভূমিকা পালন করছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদল-ছাত্র শিবির সংঘর্ষ, পরিস্থিতি এখনো থমথমে

বকশীবাজারে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা—কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। দুই পক্ষের এই সংঘর্ষের সময় লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে কয়েকজনে মারধর করতে দেখা যায়। ঘটনাস্থল থেকে গণমাধ্যমকর্মী মাজহারুল হক মুহাজির বিবিসি বাংলাকে জানান, বিকেল পাঁচটার আগে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সময় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এবং সেখানে ভাঙচুরও চালাতে দেখা গেছে। ওই ঘটনার সময় কেন্দ্রীয় যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম নয়নকেও লাঠি হাতে সেখানে অবস্থান নিতে দেখা যায়। সেখান থেকে গণমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন, “আমি খামার বাড়ি প্রধানমন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠানে ছিলাম। শুনি যে শিবির এসে হলের ভেতরে দেদারসে বোম মারতেছে, হাতুড়ি দিয়ে মারছে এবং রাম দিয়ে কোপাচ্ছে। যখন সাধারণ ছাত্রদের ওপর এমন অত্যাচার হচ্ছে তখন আমরা ১৭ বছর আন্দোলন করেছি। আমরা তো বসে থাকতে পারি না।” এ নিয়ে চকবাজার থানার ওসি তদন্ত মো. আবুল খায়ের বিবিসি বাংলাকে বলেন, “ওখানে দুই পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে বলে শুনেছি। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।” এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সেখানে বিপুল পরিমাণ পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি বলে জানিয়েছে সেখানে দায়িত্ব পালনরত গণমাধ্যমকর্মীরা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

সৌদি আরবের নাজরান বিমানবন্দরে ইয়েমেনের ড্রোন হামলা

ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ‘ইয়াহিয়া সারি’ এক্স সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বার্তা পোস্ট করে লিখেছেন, “ইয়েমেনের সশস্তর বাহিনী একটি ড্রোনের সাহায্যে নাজরান বিমানবন্দরে সৌদি আরবের একটি সংবেদনশীল লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে হামলা চালিয়েছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট হামলা চালানো হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, সা’ দা এবং হাজ্জাহ প্রদেশের ওপর দিয়ে ড্রোন ব্যবহার করে ইয়েমেনের আকাশসীমা লঙ্ঘনের জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র উল্লেখ করেন যে, দেশের আকাশসীমার যে-কোনো লঙ্ঘন জবাবহীন এবং শাস্তিহীন থাকবে না। ইয়াহিয়া সারি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, ইয়েমেনের রাজধানী সানার উত্তরে আকাশে একটি অভিযানের সময় ইয়েমেনের প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি সৌদি গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করেছে। তিনি এই গোয়েন্দা ড্রোনটির মডেল হিসেবে সৌদি ‘কারিয়াল’-এর কথা উল্লেখ করেন, যেটি ইয়েমেনের বাহিনী ভূপাতিত করতে সফল হয়েছিল। সাদা প্রদেশ সানার ২৪৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি পার্বত্য প্রদেশ। অবরোধের বিরুদ্ধে অবরোধের নীতি অনুসরণ করে, সৌদি নেতৃত্বাধীন সানা বিমানবন্দর অবরোধের জবাবে ইয়েমেন পূর্বেও

রিয়াদের বিরুদ্ধে একটি নৌ অবরোধ ঘোষণা করেছিল। এই পদক্ষেপের পর, সৌদি ও মার্কিন নীতির সঙ্গে যুক্ত কিছু আরব দেশ সানার প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করে বিবৃতি জারি করে। এর মাধ্যমে, এই দেশগুলো ইয়েমেনের উপর ১২ বছরের অবরোধ এবং এই অমানবিক কাজের ফলে দেশটির জনগণের দুর্ভোগকে উপেক্ষা করেছে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের মোকাবিলায় ইরান বিজয়ী হয়েছে : শেখ নাঈম কাসেম

লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল আঞ্চলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা দূর করার চেষ্টা করলেও তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সঙ্গে সংঘাতে ইরান বিজয়ী হয়েছে। ইরনার বরাতে পার্সটুডে জানিয়েছে, মঙ্গলবার এক বক্তব্যে শেখ নাঈম কাসেম বলেন, লেবানন, গাজা, ইরান, ইরাক ও ইয়েমেনের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরাইলি হামলার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনকে দমন করা এবং এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে লেবাননে হামলার লক্ষ্য ছিল প্রতিরোধ শক্তিকে শেষ করে দেওয়া। কিন্তু আমরা তাদের মোকাবিলা করেছি এবং এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে বাধ্য করেছি, যেখানে তারা প্রতিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। শেখ নাঈম কাসেম আরও বলেন, লেবাননে ব্যাপক ও ভয়াবহ হামলা বন্ধ হওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সমঝোতায় ইরানের ভূমিকা ছিল। তিনি দাবি করেন, ওই সমঝোতার প্রথম ধারাতেই লেবাননের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং হামলা বন্ধ ও ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। হিজবুল্লাহ প্রধান বলেন, ইসরাইলের সঙ্গে লেবাননের সরাসরি আলোচনা লেবানের জন্য অপমান, হতাশা ও ছাড় দেওয়ার বাইরে কিছু বয়ে আনবে না। ইসরাইল রাজনৈতিক কিছু অর্জন করলেও, প্রতিরোধের উপস্থিতিতে মাঠপর্যায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন এবং দেশটির বিপ্লবী, প্রতিরোধমূলক ও ইসলামি অবস্থান শেষ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। ইরান তার সেনাবাহিনী, বিপ্লবী গার্ড, জনগণ ও শক্তিশালী নেতৃত্বের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

শেখ নাঈম কাসেম বলেন, যতদিন দখলদারিত্ব থাকবে, ততদিন প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে। যারা ইসরাইলি প্রকল্পের অংশ হবে, তাদের মোকাবিলা করা হবে। তিনি ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড লেবাননের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং দেশের ভূখণ্ড নিয়ে কোনো আপস না করার কথা জানান। তিনি আরও বলেন, ইসরাইলের সামনে একমাত্র পথ হলো সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সরে যেতেই হবে। গাজা ও ফিলিস্তিনকে ভুলে যাওয়া হবে না এবং এই আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৪.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

মিয়ানমারের অং সান সু চি'র রেডক্রস কর্মকর্তার সাথে বৈঠক

মিয়ানমারের সামরিক-সমর্থিত সরকার জানিয়েছে, গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চি আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি বা আইসিআরসি'র একজন প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করেছেন। এতে বলা হয়েছে, মিয়ানমারে নিযুক্ত আইসিআরসি'র আবাসিক প্রতিনিধি আর্নড দ্য বাক সোমবার সকালে রাজধানী নেপিদোতে অং সান সু চি'র সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এই ঘোষণার সাথে প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে দু-জনের করমর্দনের একটি ছবি রয়েছে। অন্য একটি ছবিতে অং সান সু চি'কে জন্মদিনের কেক কাটতে দেখা যায়, যা দেখে মনে হচ্ছে জুনে তার ৮১তম জন্মদিন ছিল। আইসিআরসি জানাচ্ছে, সোমবারের বৈঠকটি বন্দি ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত মানদণ্ড ও কার্যপ্রণালি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, তারা দু-জন একান্তে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে সামরিকবাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর থেকে অং সান সু চি আটক রয়েছেন। সামরিক শাসনাধীন এক বিচারে তিনি দুর্নীতিসহ অন্যান্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সামরিক-সমর্থিত সরকার এপ্রিল মাসে ঘোষণা করেছিল যে, অং সান সু চি'কে একটি নির্দিষ্ট বাসভবনে গৃহবন্দি করা হয়েছে। তবে তার সঠিক অবস্থান প্রকাশ করা হয়নি এবং তার স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার অবস্থা নিয়ে উদ্‌বেগ রয়েছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

শেখ হাসিনার ভাষণের বিষয়ে ভারতের অবস্থান জানতে চায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের নির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামীকাল বুধবার (৫ আগস্ট) দিল্লিতে ভাষণ দেওয়ার কথা। ভার্চুয়াল এ ভাষণের বিষয়ে ভারত সরকারের অবস্থান জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ। আগামীকাল বুধবার নয়াদিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া (এফসিসিএসএ) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার অংশ নেওয়ার কথা। গতকাল গভীর রাতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, “ভারতের সঙ্গে আমরা একটি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই অগ্রযাত্রায় কোনো ব্যাঘাত ঘটুক, তা আমরা চাই না।” তিনি আরো বলেন, “এ বিষয়ে ভারতকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।” এফসিসিএসএ জানিয়েছে, ৭৮ বছর

বয়সি শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং অন্য বক্তাদের সঙ্গে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে নয়াদিল্লির অনুষ্ঠানটিতে বক্তব্য রাখবেন। সোমবার গভীর রাতে সাংবাদিকদের শামা ওবায়েদ ইসলাম আরো বলেন, ভারতের মাটি থেকে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার বিষয়ে ভারতের কাছে বারবার নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, "আমরা চাই না, পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্যের কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হোক।" বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন, ভারত আগেও ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, পলাতক ব্যক্তিরা তাদের ভূখণ্ড থেকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হোক, তা তারা চায় না। তবে আগামীকালের অনুষ্ঠানটি যে ভারত সরকার আয়োজন করেনি নিজের বক্তব্যে, তা-ও উল্লেখ করেন শামা ওবায়েদ। তিনি জানান, ঢাকা প্রয়োজনে বিষয়টি কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে উত্থাপন করবে। বাংলাদেশ সরকারের উদ্বেগের বিষয়ে আগামীকালের অনুষ্ঠানের আয়োজক নয়াদিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া (এফসিসিএসএ)-র বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছিল বার্তা সংস্থা রয়টার্স। তবে এফসিসিএর কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া মেলেনি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে পারেনি রয়টার্স। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আগামী ডিসেম্বরে তার বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

গুমের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব

সরকারি তদন্তে শেখ হাসিনার ১৭ বছরের শাসনামলে দেড় হাজারেরও বেশি গুমের তথ্য উঠে এসেছে জানিয়ে এ ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ভিন্নমত দমনে নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তার শাসনামলে আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বর্তমানে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং সংসদে প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গঠন করা একটি কমিশন তার শাসনামলে অন্তত ১,৫৬৯টি গুমের ঘটনা নথিবদ্ধ করেছে। সেগুলোর মধ্যে ২৫১ জন ভুক্তভোগী এখনো নিখোঁজ। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় মদদে সহিংসতা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন' শীর্ষক বিলটি অবশ্যই সংসদে পাস হতে হবে। সোমবার গভীর রাতে খসড়াটি অনুমোদনের পর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার এক বিবৃতিতে বলা হয়, "জোরপূর্বক গুমের ঘটনায় যদি (কারো) মৃত্যু হয়, তাহলে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড করা হতে পারে।" প্রস্তাবে আরো বলা হয়, দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সম্পত্তি থেকে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আগামী ডিসেম্বরে তার বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

দিল্লিতে শেখ হাসিনার ভাষণের বিষয়ে ভারতের বক্তব্য

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, নয়াদিল্লিতে আগামীকাল বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখবেন, তার সঙ্গে ভারত সরকার কোনোভাবেই জড়িত নয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ বক্তব্য জানানো হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরো জানান, মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানটির আয়োজক এক বেসরকারি সংস্থা।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে গ্যাসের অভাবে কারখানায় ছুটি বাড়ছে

গ্যাসের অভাবে বাংলাদেশে বেশ কিছু কারখানায় উৎপাদন হয় কমেছে অথবা কর্মীদের ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় মিতালি ফ্যাশনের কারখানার ডাইং (কাপড়ের রং করা) সেকশন গ্যাস সংকটের কারণে আটদিন ধরে বন্ধ। কাপড় ডাইং না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির সেলাই সেকশনের ৩০টি উৎপাদন লাইনের মধ্যে ১৮ লাইন অলস হয়ে পড়েছে। বিষয়টি জানিয়ে মিতালি ফ্যাশনের চেয়ারম্যান আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, গ্যাস সংকটের কারণে কারখানার উৎপাদন সচল রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। কয়েকটি রপ্তানি ক্রয়াদেশের বিপরীতে তৈরি পোশাক নির্ধারিত সময়ে পাঠাতে পারবেন না তারা। এ জন্য ক্রেতাদের মূল্যছাড় দিতে হতে পারে। মিতালি ফ্যাশনের মতো সারা দেশের শিল্পকারখানা দুই সপ্তাহ ধরে ভয়াবহ গ্যাস সংকটে ভুগছে। সঙ্গে আছে বিদ্যুতের লোডশেডিং। এতে অনেক শিল্পের উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। প্রথম আলো ১৫টি কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে। পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর নেতারাও গ্যাস সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত দুই সপ্তাহে কারখানাগুলোর উৎপাদন কমেছে ৪০ শতাংশ। কিছু কারখানা বলছে, তারা ৫ আগস্ট সরকারি ছুটির সঙ্গে বাড়তি ছুটি দিচ্ছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে নতুন ধরনের ডেঙ্গু বেশি হচ্ছে

বাংলাদেশে এ বছর ডেঙ্গু ভাইরাসের সবচেয়ে বেশি ছড়ানো ধরন (সেরোটাইপ) হয়ে উঠেছে ডিইএনভি-৩। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানাচ্ছে, গত বছর সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছিল ডিইএনভি-২। রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এ তথ্য জানিয়েছে। গত দুই সপ্তাহে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি বাড়ার কথাও জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। সম্প্রতি আইইডিসিআর ৭১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে। এতে দেখা যায়, ৬৫ জন বা ৯১ দশমিক ৫৫ শতাংশ রোগী ডিইএনভি-৩-এ আক্রান্ত। বাকি ছয়জন বা ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ আক্রান্ত ছিলেন ডিইএনভি-২-এ। অন্যদিকে, গত বছর সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছিল ডিইএনভি-২, হার ছিল ৪৯ দশমিক ২ শতাংশ। এরপর ছিল ডিইএনভি-৩ (৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ), ডিইএনভি-১ (৮ দশমিক ৮ শতাংশ) এবং ডিইএনভি-৪ (৬ দশমিক ৩ শতাংশ)। দ্য ডেইলি স্টারকে এ তথ্য জানিয়েছেন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী আহমেদ জাকী। ডেঙ্গু বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ রয়েছে- ডিইএনভি-১, ডিইএনভি-২, ডিইএনভি-৩ ও ডিইএনভি-৪। প্রতিটি সেরোটাইপের আবার একাধিক জিনগত ধরন (জিনোটাইপ) আছে। ডা. জাকী বলেন, কোনো একটি সেরোটাইপকে অন্যগুলোর তুলনায় বেশি ভয়ঙ্কর বলা বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক হবে না। তিনি বলেন, শুধু সেরোটাইপের কারণে ডেঙ্গু বেশি গুরুতর হয়, এমন বলা যাবে না। রোগের তীব্রতা নির্ভর করে ভাইরাসের ধরন, রোগীর শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এবং তার আগে থেকে থাকা অন্যান্য রোগের ওপর। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে রাত কাটছে অন্ধকারে, সঙ্গে থাকছে ভুতুড়ে বিল

সরকারি বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রতিষ্ঠান ‘পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ’ এর সবশেষ তথ্য অনুসারে, তালিকাভুক্ত ১৪৩টির মধ্যে অন্তত ৬২টি বিদ্যুৎকেন্দ্র জ্বালানির সংকটে রয়েছে। তাই মধ্যরাতের পরও দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ থাকছে না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভুতুড়ে বিল। গত রোববার বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৫ হাজার ২৬৪ মেগাওয়াট এবং উৎপাদন বা সরবরাহ ছিল ১৩ হাজার ২০১ মেগাওয়াট- অর্থাৎ দুই হাজার মেগাওয়াটের বেশি ঘাটতি ছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল। কারও কারও মূল বিলের ৪-৫ গুন বিলও এসেছে। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভাগ গ্রাহকদের সমাধান না করে হুমকি দিয়ে ফেসবুকে বার্তা দিয়েছিল। সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার জেরে সেই বার্তা ফিরিয়ে নেয় বিদ্যুৎ বিভাগ।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতিকে কোর্টে চ্যালেঞ্জ করলো ২৫টি রাজ্য

ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর নতুন আমদানি শুল্কের প্রস্তাব দিয়েছেন ট্রাম্প। তারই বিরোধিতা করে আদালতে গেছে আমেরিকারই ২৫টি রাজ্য। গত মাসেই ইইউ, চীনসহ ৫৯টি দেশের ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক বসাবেন বলে জানিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তার অভিযোগ, বাধ্যতামূলক শ্রমের বিনিময় তৈরি পণ্য রপ্তানি নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না এই দেশগুলো। এর আগে, ট্রাম্পের আগের ১০ শতাংশ শুল্কের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নতুন শুল্ক চালু করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক, ওরেগন, অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়াসহ ২৫টি ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের অ্যাটর্নি জেনেরালরা নতুন এই শুল্কের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন। নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনেরাল, লটিসিয়া জেমস বলেন, “সুপ্রিম কোর্টে হারার পর ট্রাম্প প্রশাসন বেআইনিভাবে ব্যবসায়ী পরিবারদের উপর শুল্ক বসাচ্ছে।” হোয়াইট হাউস অবশ্য জানিয়েছে, প্রশাসন আইন মেনেই এই কাজ করেছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়ালো

ভেনেজুয়েলাতে জুনের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয় হাজার ১২৫ জন। আইনসভার সদস্য হোর্হে রডরিগেজ সোমবার এই তথ্য প্রকাশ করেন। ২৪ জুন রিখটার স্কেলে সাত দশমিক দুই এবং সাত দশমিক পাঁচ স্কেলে ভূমিকম্প হয়। প্রবল এই কম্পনে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। বেসরকারি হিসেবে, ১৭ থেকে ২৯ হাজার মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনো। এর আগে সরকারিভাবে জানানো হয়, মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার ৫৪৬। এই ভূমিকম্পে প্রায় দুইশ বাড়ি ভেঙে পরে। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লা গুয়ারিয়া উপকুল। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

জুলাই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার অঙ্গীকার

জুলাই আন্দোলনে আত্মত্যাগকারীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্দোলনে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং বহু অরাজনৈতিক মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। যাদের কর্মসংস্থান প্রয়োজন, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। একইসঙ্গে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

জিয়া ও খালেদা জিয়ার পথেই থাকতে চায় বিএনপি

তারেক রহমান বলেন, শহিদ জিয়াউর রহমান দেশের জন্য কাজ করেছেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশে প্রায় ৮০ হাজার শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিএনপি সেই পথই অনুসরণ করতে চায় এবং এমন কাজ করতে চায়, যার সুফল জনগণ পাবে। তিনি বলেন, জনগণ শুধু কথা শুনবে না, কাজের বাস্তব ফলও দেখতে চায়। বিএনপি এমন কাজ করতে চায়, যাতে মানুষ মনে করে তাদের পরিবার ও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়েছে। নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেকেই অনেক কথা বলবেন, কিন্তু সব কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দেশের মানুষের জন্য কাজ করাই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তারেক রহমান জানান, তিনি নিজের বাড়িঘরসহ অনেক কিছু হারিয়েছেন। উপস্থিত অনেকেই বিভিন্ন নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্যদিয়ে গেছেন এবং জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছেন। তিনি বলেন, এখন মানসিকতা পরিবর্তনের সময় এসেছে। জনগণ যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা সততার সঙ্গে পালন করাই সবার দায়িত্ব। কী পাওয়া যাবে, সেটি বড়ো কথা নয়; দেশ ও জনগণকে কী দেওয়া যাবে, সেটিই হোক জুলাইয়ের শপথ।

তরুণদের খেলাধুলা ও সৃজনশীলতায় যুক্ত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ২২ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। পাশাপাশি ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের নতুনকুঁড়ি স্পোর্টর্স প্রতিযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তরুণ সমাজ মাদকে জড়িয়ে পড়ছে- এটি একটি বড়ো সমস্যা। সবাইকে চিকিৎসা দেওয়া বা জেলে পাঠানো সম্ভব নয়। তাই তাদের শক্তিকে ইতিবাচক পথে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। খেলাধুলা, বিজ্ঞান মেলা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা গেলে তরুণেরা খারাপ পথে না গিয়ে ভালো পথে এগিয়ে যাবে। নিজের ছোটোবেলার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার গিটার ও পিয়ানো শেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেখা হয়নি। অনেকেরই বিভিন্ন ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। তাই শিশু-কিশোরদের যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এসময় বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দীর্ঘদিনের সহচরী ফাতেমার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তারেক রহমান একটি ঘটনার কথা বলেন। তিনি জানান, ফাতেমার ছেলে তার মাকে একটি ফুটবল ক্লাবে ভর্তি করে দিতে বলেছে। কারণ, সেখানে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকলে এমন কিছু বন্ধুদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারবে, যাদের সঙ্গে থাকলে ভালো থাকবে না। এই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন একটি শিশু নিজেই নিজের ভালো-মন্দ বোঝার চেষ্টা করছে, তখন দেশের সব শিশুর জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাদের চাওয়া বুঝে সেই পথ তৈরি করে দিতে হবে। তিনি বলেন, এ কারণেই সরকার 'লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস' ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সাজাতে চায়। তার ভাষায়, এটিই জুলাইয়ের চেতনা কিংবা স্বাধীনতার চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছোটোবেলা থেকে দেখেছি- শহীদ জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া দেশের মানুষের জন্য এভাবেই চিন্তা করতেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব জনগণের, এখন দেশ পুনর্গঠনের সময় : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টে যে আন্দোলন হয়েছিল, সেটি ছিল সম্পূর্ণ জনগণের আন্দোলন। জনগণ পরিবর্তন চেয়েছিল বলেই সেই আন্দোলন সফল হয়েছে। জনগণ যখন পুরোপুরি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছে, তখনই আন্দোলনের সাফল্য এসেছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে 'গণতন্ত্র আদায়ে ১৭ বছরের অনিবার্য সংগ্রাম ও রক্তঝরা জুলাই জাগরণ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের অবস্থান পরিষ্কার। এই আন্দোলনের সফলতার কৃতিত্ব দেশের সর্বস্তরের জনগণের। এটি কোনো একক ব্যক্তি বা একক রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব নয়। তারেক রহমান বলেন, গত ১৭ বছর ধরে দেশের মানুষ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতাকর্মী এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আরও অনেক রাজনৈতিক দল ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে মাঠে ছিলেন। তারা কখনও মাঠ ছেড়ে যাননি এবং জনগণকে কখনও একা ফেলে যাননি। সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক কথা হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রামের কথা হয়েছে, তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। এখন সময় দেশ পুনর্গঠনের। এখন সময় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তিনি বলেন, ধৈর্য ধরে এবং ঠান্ডা মাথায় যারা ষড়যন্ত্র করতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। একইসঙ্গে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জনগণের সামনে যে পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে এবং জনগণের জন্য যা করতে চাওয়া হচ্ছে, দেশ পুনর্গঠনের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করতে হবে। একইসঙ্গে জনগণের প্রত্যাশাও পূরণ করতে হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বুধবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল ৯টায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করবেন। জাদুঘর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্কৃতিবিষয়কমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গৌরবময় স্মৃতি সংরক্ষণ, সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং শহিদ ও জুলাই যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর।

মন্ত্রী জানান, উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি ও প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন এবং সংরক্ষিত নিদর্শন, আলোকচিত্র, দলিলপত্র ও স্মারকগুলো পরিদর্শনের মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস সম্পর্কে জানবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আহমেদ আযম খান, সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বীরত্বগাঁথা ও আত্মত্যাগের স্মৃতিচারণ করে জুলাই যোদ্ধা এবং জুলাই শহিদ পরিবারের সদস্যরা বক্তব্য দেবেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ, গণমানুষের অংশগ্রহণ এবং বিজয়ের ইতিহাসভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি ও পরিবেশনার মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা, দেশপ্রেম এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধি, কূটনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিজন, জুলাই যোদ্ধা, জুলাই শহিদ পরিবারের সদস্য, রাজনৈতিক ব্যক্তি, গণমাধ্যমকর্মী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

১৮ আগস্ট দ্বিতীয় রাজস্ব সম্মেলন, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী ১৮ আগস্ট রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দ্বিতীয়বারের মতো রাজস্ব সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এছাড়া, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সম্মেলনে থাকা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী। বিকেলের পর রাজস্ব সংগ্রহ, রাজস্ব জাল বাড়ানো সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টল জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এনবিআর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সম্মেলনে প্রায় ১ হাজার ৫০০ অতিথির অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধান এবং অর্থনীতি, রাজস্ব ও বাণিজ্য খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। এর আগে, ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো রাজস্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজধানীর চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ওই দুই দিনব্যাপী সম্মেলনে এনবিআরের কার্যক্রম নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভ্যাট, শুল্ক ও আয়কর বিষয়ে পৃথক সেমিনার, তথ্য বুথ এবং রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাস তুলে ধরতে রেভিনিউ মিউজিয়াম প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। জানা গেছে, সম্মেলনকে সফল করতে এরইমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সাজসজ্জা, নিরাপত্তা, অতিথি আপ্যায়ন, অতিথি তালিকা প্রণয়ন ও অভ্যর্থনাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য ছয়টি উপ-কমিটি গঠন করে রবিবার অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি সার্বিক তদারকির জন্য ৩১ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সভাপতি করা হয়েছে এনবিআরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আহসান হাবিবকে। সদস্য সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মহিদুল হাসান। সংশ্লিষ্টরা জানান, এনবিআর ও রাজস্ব আদায় সম্পর্কে জনগণ ও ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট ধারণা প্রদান, এনবিআর সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা কমানো, রাজস্ব পদ্ধতিসহ নানা বিষয় রাজস্ব সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং এনবিআরের নতুন চেয়ারম্যান রাজস্ব প্রশাসনের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

রক্তঝরা জুলাই জাগরণের আলোচনা সভায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান 'গণতন্ত্র আদায়ে ১৭ বছরের অনিবার্য সংগ্রাম ও রক্তঝরা জুলাই জাগরণ' শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি-১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানিয়েছেন। রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা হচ্ছে। বিএনপির আয়োজনে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বিকেল ৩টায় সভাটি শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডিসেম্বরের মধ্যে কৃষকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের কৃষকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কৃষক কার্ড সংক্রান্ত এক সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হাসান শিপলু এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছবি ও কিউআর কোড-সম্বলিত কৃষক কার্ডে কৃষকের পরিচয়ের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন, সরকারি সহায়তা এবং কৃষি বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কার্ড তৈরির জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন তিনি। সভায় জানানো হয়, কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলার কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পর্যায়ক্রমে কৃষকদের হাতে কৃষক কার্ড তুলে দেওয়া হবে। কৃষি খাতে সরকারের দেওয়া ভর্তুকি, সহজ শর্তের ঋণ, প্রণোদনা এবং অন্যান্য সরকারি সুবিধা প্রকৃত কৃষকের কাছে দ্রুত ও

সহজে পৌঁছে দিতে কৃষক কার্ড চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৪৩ লাখ কৃষক এ কার্ডের সুবিধা পাবেন। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে দেশের কম-বেশি দুই কোটি কৃষককে এ কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে বাংলাদেশ বেশি গুরুত্ব দেয়

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে বাংলাদেশ বেশি গুরুত্ব দেয় বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে যুগোপযোগী ও বিস্তৃত সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) দুপুরে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের বর্তমান কমান্ডার অ্যাডমিরাল স্টিফেন টি. কোহলার। সাক্ষাতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন এ তথ্য জানান। বৈঠকে মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও অবদান নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'অপারেশন সি অ্যাঞ্জেলস'-এর কথা স্মরণ করেন। সাক্ষাতে মার্কিন কমান্ডার বিভিন্ন নৌমহড়ায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগামী 'কো-অপারেশন অ্যাফ্লোট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিং (ক্যারাট)' মহড়া নভেম্বরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া তিনি সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 'সি ভিশন এক্সারসাইজ'-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত 'রিম অব দ্য প্যাসিফিক (রিমপ্যাক)' মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। বৈঠকে জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (জিসোমিয়া) নিয়ে দুই দেশের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও এর অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়। কমান্ডার স্টিফেন কোহলার বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অবস্থান সবসময় শান্তির পক্ষে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, ৯৭% বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক সুবিধা

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে প্রস্তাবিত সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি সিইপিএ (কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট) সই হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশি ৯৭ শতাংশ পণ্য অগ্রাধিকার শুল্কনীতি ভিত্তিতে সুবিধা পাবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এ চুক্তি সই হয়। এরপর বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির সিইপিএ নেগোসিয়েশন কনক্লুশন সিরিমনি শেষে সংবাদ সম্মেলন করেন। এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রুততম সময়ে আমরা বিশ্বের একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের সরকার ৫ মাসের মাথায় প্রথম এ সিইপিএ করেছে। তিনি বলেন, এ বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশি ৯৭ শতাংশ পণ্য অগ্রাধিকার শুল্কনীতি ভিত্তিতে সুবিধা পাবে। দক্ষিণ কোরিয়া ৮৭ শতাংশ পণ্যে সুবিধা পাবে। মন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া দুই ট্রিলিয়ন অর্থনীতির একটি দেশ। আমরা একটি বড়ো দেশকে বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে পাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে অগ্রাধিকার পণ্য হিসেবে এখন তৈরি পোশাক, চামড়া, পাটজাতপণ্যসহ বেশকিছু পণ্য শুল্ক সুবিধা পাবে। অন্যদিকে, কোরিয়া থেকে আমদানির ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য, প্লাস্টিক এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিতে সুবিধা হবে। মন্ত্রী বলেন, ২০৩৪-এ আমরা বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন ইকোনমিক সাইজে নিয়ে যেতে চাই। সেজন্য আমাদের ৮ শতাংশ গ্রোথ দরকার। তারজন্য পেরয়াজন বিদেশি বিনিয়োগ। আমরা এসব চুক্তির মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ইয়ো হান-কু বলেন, কোরিয়া ও বাংলাদেশের একটি দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ৫৬ বছর আগে টেক্সটাইল ব্যবসা দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব এখন পণ্য বহুমুখীকারণে যাচ্ছে, আমাদের দুই দেশকেও বহুমুখী পণ্য আমদানি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনাকে ফেরাতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে : ডা. জাহেদ উর রহমান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সব ধরনের আইনি ও কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাকে আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হবে এবং একজন আসামি হিসেবে তার প্রাপ্য সব আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা হবে। আদালত যে রায় দেবেন, সরকার তা মেনে নেবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্যে দেশে ফেরার ঘোষণা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, সরকার তো তাকে ফিরিয়ে আনতেই চায়। এজন্য ভারতের কাছে প্রত্যর্পণের আবেদন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে একই বার্তা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। দেশে ফিরলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। এরপর তিনি আইনজীবী নিয়োগ, আত্মপক্ষ সমর্থনসহ আইনে নির্ধারিত সব সুযোগ পাবেন। আদালতের চূড়ান্ত রায় সরকার মেনে নেবে। তিনি আরও বলেন, সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাস করে এবং শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, সরকার

কোনো ধরনের ভূ-রাজনৈতিক (জিওপলিটিক্যাল) চাপ বা সংকটে নেই। তিনি বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করা মার্কিন কূটনীতিকের ভারত সফর কিংবা ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে বৈঠককে কেন্দ্র করে নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তবে এটি একটি স্বাভাবিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া। ওই কূটনীতিক ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাই বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। ডা. জাহেদ আরও বলেন, বর্তমান সরকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, রাশিয়া ও ইরানসহ সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলছে। আগের সরকারের মতো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নয়, বরং জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেট বাস্তবায়নেই সরকার কাজ করছে। শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, অতীতেও তার বিভিন্ন আহ্বানের বাস্তব কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। এখনো কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে সমর্থন করতে পারেন কিংবা অতীতের সুবিধাভোগী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারেন। তবে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে সরকারকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার মতো নৈতিক বা সাংগঠনিক শক্তি তাদের নেই। শেখ হাসিনার দেশত্যাগে সহযোগিতাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সেসময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বড়ো রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটে। এ মুহূর্তে কারা কীভাবে ওই ঘটনায় জড়িত ছিলেন, তা নিয়ে তদন্তের কোনো উদ্যোগ সরকারের নেই। নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিনের দেশে ফেরার বিষয়ে তিনি বলেন, তাকে দেশে আনার জন্য সরকারের কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেই। তিনি যদি দেশে ফিরতে চান, তাহলে প্রচলিত আইন ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আবেদন করতে পারবেন। এরপর সরকার আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। তসলিমা নাসরিন অতীতে যাদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছেন, সে বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, তিনি যদি দেশে ফিরে আদালতের আশ্রয় নিতে চান, তাহলে আইন অনুযায়ী সেই সুযোগ পাবেন। ফৌজদারি অপরাধ তামাদি হয় না। ভুক্তভোগী হিসেবে তিনি চাইলে আদালতে মামলা করতে পারবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

আগস্টের শেষেই খুলছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার : ডা. জাহেদ উর রহমান

আগস্টের শেষে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, আগস্টের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দুই দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সব খাতের শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন অনিয়ম ও হয়রানির কারণে শ্রমিকদের যে ভোগান্তি হয়েছে, তা দূর করেই সরকার কর্মী পাঠাতে চায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পরমাণু আইসোটোপ প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কাজ চলছে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় ভারী খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা চিহ্নিত করে তা অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের কথাও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, শিশু-কিশোর ও তরুণদের খেলাধুলায় আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি জানান, পরিবেশদূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চলতি সপ্তাহে ৮১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব অভিযানে ৪ লাখ ৯২ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ উদ্ধারের কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

বন্ধ কারখানা বেসরকারিতে লাভজনক হবে, বাড়বে কর্মসংস্থান

সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের (বিটিএমসি) বন্ধ কারখানাগুলো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর ফলে কারখানাগুলো আরও দক্ষভাবে পরিচালিত হবে, লাভজনক হবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিটিএমসির শিল্পকারখানাগুলো বেসরকারি অংশীদারত্বে পরিচালিত হলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং দেশের শিল্পখাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। একইসঙ্গে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে। তিনি জানান, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) সহায়তায় পরিচালিত আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্পের পারফরম্যান্সভিত্তিক মূল্যায়নে দেশের সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নাগরিক সেবা আরও উন্নত করতে উৎসাহিত করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, কৃষি ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক ছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নতুন মজুরি পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছে। এতদিন এ খাতের শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো না থাকায় যে অসংগতি ছিল, সরকার তা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাইকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করা হবে : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস বিকৃত বা ভুলিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, "জুলাইকে ভুলিয়ে দেওয়ার কোনো উল্টো সংগ্রাম যদি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলছি, দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তা প্রতিহত করব।" মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'আজাদী সংগ্রামের পটভূমিতে জুলাই বিপ্লব ২০২৪' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জুলাই আন্দোলনের কোনো একক 'মাস্টারমাইন্ড' ছিল না। দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষার্থী, তরুণ, শিশু এবং সাধারণ মানুষ জীবন বাজি রেখে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের সম্মিলিত আত্মত্যাগের ফলেই আন্দোলন সফল হয়েছে। তিনি বলেন, আন্দোলনে নিহতদের পরিবার, আহত ও পঙ্গু হয়ে যাওয়া মানুষদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব এখনো শেষ হয়নি। আন্দোলনের সময় তার সহকর্মীরা বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেছেন। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহতকে দেখে আসার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, অনেকেই এমনভাবে আহত হয়েছেন যে, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না। এসব মানুষের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। জুলাই বিপ্লবের অবদান ও আত্মত্যাগের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কার কী অবদান ছিল, তা যেন আড়াল না হয়। একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল ইতিহাস রচনা করতে হবে, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃত ঘটনাগুলো জানতে পারে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও ১৯৭১ সালের সব শহিদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হয়নি। একই ভুল যেন ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে না হয়। শহিদ, আহত ও অংশগ্রহণকারীদের একটি নির্ভুল তালিকা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, "এটি শুধু কোনো বেসরকারি উদ্যোগের বিষয় নয়, সরকারের দায়িত্বও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ করা।" তিনি অভিযোগ করেন, জুলাই বিপ্লব-পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বক্তব্যে পরিবর্তন এসেছে এবং ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর পর থেকে সেই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়েছে। আগে দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতি এখন ভুলে যাওয়া হচ্ছে এবং নতুন বয়ান দাঁড় করানো হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

র‍্যাবের নিরাপত্তা জোরদার, সদস্যরা সাদা পোশাকেও মাঠে থাকছেন

৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে র‍্যাব। যে-কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি বাহিনীর সদস্যরা সাদা পোশাকে মাঠে কাজ করছেন। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) র‍্যাবের মুখপাত্র এবং লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি পালিত হবে। এ উপলক্ষ্যে সার্বিকভাবে সব ধরনের ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে। কোনো উগ্রবাদী গোষ্ঠী, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন এবং রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী কুচক্রী মহল যাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে, সে লক্ষ্যে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে র‍্যাব নিরাপত্তা জোরদার করেছে। তিনি জানান, এরই মধ্যে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত জারি করা সব আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক নির্দেশনা বাস্তবায়নে র‍্যাব কাজ করছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতে র‍্যাবের কার্যক্রম তুলে ধরে এই কর্মকর্তা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাটালিয়ন নিরাপত্তা হুমকি পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার এবং আগাম তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকাভিত্তিক সোর্স নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৪ আগস্ট দিবাগত রাত থেকে অনুষ্ঠানস্থল, রোডমার্চ ও পদযাত্রার নির্ধারিত রুটে এবং জুলাই স্মৃতিস্তম্ভগুলোর নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। র‍্যাব নিজস্ব নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করবে এবং দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন, অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে অনুষ্ঠানস্থলে যাতায়াতের রুটগুলোতে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানান ইন্তেখাব চৌধুরী। তিনি বলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের নাশকতা ও অপতৎপরতা রোধকল্পে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় অনুষ্ঠানস্থল ও জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের নিরাপত্তায় যে-কোনো ধরনের নাশকতা ও অপতৎপরতা রোধে সাতদিন আগে থেকেই ইউনিফর্ম পরিহিত র‍্যাব সদস্যের পাশাপাশি সাদা পোশাকে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচার রোধে সাইবার পেট্রোলিং জোরদার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

সবার জন্য জুলাই জাদুঘর খুলছে বৃহস্পতিবার, প্রবেশে লাগবে অনলাইন বুকিং

আগামী বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) থেকে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর। তবে একসঙ্গে অতিরিক্ত দর্শনার্থীর চাপ সামাল দিতে অনলাইনে নির্ধারিত স্লট বুকিংয়ের মাধ্যমে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা

হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা এবং শিশুদের জন্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান এ তথ্য জানান। উপদেষ্টা জানান, প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের জন্য একটি বিশেষ সময় বরাদ্দ রাখা হবে, যাতে তারা জাদুঘরটি ঘুরে দেখে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। এছাড়া উদ্বোধনের প্রথম দিনটি শুধু জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তিনি বলেন, মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি। একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী প্রবেশ করলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সামাল দেওয়া কঠিন হবে। তাই প্রতিদিন নির্দিষ্টসংখ্যক দর্শনার্থীর জন্য সময়ভিত্তিক স্লট বরাদ্দ থাকবে। অনলাইনে আবেদন করে যে স্লট পাওয়া যাবে, সে সময়েই দর্শনার্থীদের জাদুঘরে প্রবেশ করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই জাদুঘর নিয়ে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর নিয়ে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে প্রয়োজন হলে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতিবিষয়কমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, অস্পষ্ট বা সাধারণভাবে দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, অভিযোগের ধরন ও কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ‘অনেক দুর্নীতি হয়েছে’ ধরনের অভিযোগ আইনের ভাষায় ‘ভেইগ অ্যান্ড ইনডেফিনিট’ (অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট)। আইনি প্রক্রিয়ায় অভিযোগ অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং একজন অভিযোগকারী থাকতে হবে। অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে জাদুঘর উদ্বোধনের পর পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনা রাজনৈতিক বক্তব্য দেবেন কি না, ভারত সরকারকেই স্পষ্ট করতে হবে : শামা ওবায়েদ

ভারতে পলাতক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে দেশে বসে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেবেন কি না, সে বিষয়ে ভারত সরকারকেই তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিতে চায় এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ড যেন সেই সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে, সেটিই প্রত্যাশা। সোমবার (৩ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্ট দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। এ বিষয়ে আয়োজক ক্লাবের সভাপতি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, এতে ভারত সরকারের কোনো আপত্তি নেই- এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাইলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা একজন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি এবং কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রধান। তিনি কোথায় কী বলছেন, সেটির জবাব দেওয়া বাংলাদেশ সরকারের কাজ নয়। শামা ওবায়েদ বলেন, ভারত সরকার সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা আশা করে না যে, ভারতে অবস্থানরত কোনো পলাতক আসামি রাজনৈতিক বক্তব্য দেবেন এবং এমন কর্মকাণ্ডকে তারা সমর্থন করে না। এখন আলোচিত অনলাইন অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো কর্মসূচিকে ভারত সরকার সমর্থন করে কি না, সেটি ভারত সরকারকেই স্পষ্ট করতে হবে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে আসছে, ভারতে অবস্থানরত পলাতক আসামিরা যদি রাজনৈতিক বক্তব্য দেন বা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার কোনো ষড়যন্ত্রে জড়ান, তাহলে তা দুই দেশের সম্পর্কের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

ক্ষমা চেয়ে হুমকি প্রত্যাহার করে গণশুনানির আহ্বান তাসনিম জারার

অনেক গ্রাহক অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে এক বিবৃতিতে দাবি করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ ধরনের বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এনসিপির সাবেক নেত্রী ডা. তাসনিম জারা বলেছেন, ক্ষমা চেয়ে হুমকি প্রত্যাহার করুন, গণশুনানি করুন, গ্রাহকের মুখোমুখি বসুন। ৩ আগস্ট ফেসবুক পোস্টে তাসনিম জারা লেখেন, “মানুষ মুখ খুললেই টুঁটি চেপে ধরার এই প্রবণতা থেকে সরে আসুন। আপনারা জমিদার না। জনগণের সেবক। সেভাবেই আচরণ করুন। আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকে অভিযোগ করছেন বিল আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি এসেছে। এরা রাজনীতি করে না। এদের বিশেষ এজেন্ডা নেই। আমাদের বাসাবো, মাদারটেক, নন্দীপাড়ার কমিউনিটি গ্রুপে বহু মানুষ একই অভিযোগ করছেন। মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আর আপনারা আসছেন হুমকি নিয়ে।” তিনি লেখেন, “ক্ষমা চেয়ে হুমকি প্রত্যাহার করুন। গণশুনানি করুন। গ্রাহকের মুখোমুখি বসুন। বিল কেন বেশি আসছে সেই জবাব দিন। হুমকি তারাই দেয়, যাদের জবাব নেই।”
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

ক্যাম্পাস থেকে হাসপাতাল, দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ৫০ জনের বেশি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির-সমর্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের জের ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও। ক্যাম্পাসে সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে সেখানে আবারও কয়েক দফা উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অন্তত ৫০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন শিক্ষক ও জকসু নেতারা। তবে ছাত্রদলের কতজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ইউজিসি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে প্রথমে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে তা পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। ক্যাম্পাসে আহতদের ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে আবারও কয়েক দফা সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কবি নজরুল সরকারি কলেজ ও শহিদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদলের কিছু নেতাকর্মীও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালের বিভিন্ন প্রবেশপথে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত হাসপাতালের কার্যক্রম পুলিশী নিরাপত্তার মধ্যেই চলছিল। চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করতে দেখা যায়। গুরুতর আহত কয়েকজনকে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ অন্যান্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে আহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানাতে পারেনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

আরও কয়েকদিন লোডশেডিং থাকতে পারে, ধাপে ধাপে কাটবে সংকট

বিদ্যুৎ সংকট ও লোডশেডিং প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, গ্যাস সরবরাহে আকস্মিক বড়ো ধরনের ঘাটতি তৈরি হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত এলএনজি টার্মিনালের কার্যক্রম ধাপে ধাপে স্বাভাবিক হলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, দেশের গ্যাসের চাহিদা দীর্ঘদিন ধরেই পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ ঘাটতি পূরণে আগের সরকার দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান বাড়ানোর পরিবর্তে আমদানি করা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছিল। বর্তমানে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জি পরিচালিত একটি টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের কারণে সেটির কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর ফলে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি নাবিকদের ভিসা জটিলতা সমাধানের নির্দেশ

বাংলাদেশি নাবিকদের সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে ভিসা, ট্রানজিট ও ক্রু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিদ্যমান জটিলতা দ্রুত সমাধানে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন নৌপরিবহণ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক শিপিং খাতে বাংলাদেশের নাবিকদের কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং তাদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেরিটাইম কাউন্সিলের প্রথম সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব নির্দেশনা দেন। সভায় নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও সেতু বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশি নাবিকদের সংযুক্ত আরব আমিরাতে ট্রানজিট ভিসা, ক্রু পরিবর্তন ভিসা, শোর পাস এবং এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তিতে বিদ্যমান জটিলতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাবিক সরবরাহকারী দেশ হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এসব জটিলতার কারণে আন্তর্জাতিক জাহাজে নিয়োগ এবং কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি নাবিকদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগ জোরদার এবং আবুধাবির বাংলাদেশ দূতাবাস ও দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই আন্দোলনে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অবদান নিয়ে ব্যাপক গবেষণার আহ্বান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ওলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অবদান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ। তিনি বলেন, এই গণ-অভ্যুত্থানে ওলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা শিক্ষার্থীরা অপরিসীম ভূমিকা রেখেছেন। তাই তাদের অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দ্বীনি শিক্ষার্থী ও ওলামে-ওলামার ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ধর্ম সচিব বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনে মানুষের

নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও লেখার স্বাধীনতা ছিল না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মানুষ সেই স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। তবে এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করা যাবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা দুপুর ১২টায়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য জুলাই শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত বেলা ১১টার পরিবর্তে অনুষ্ঠানটি বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুর ১২টায় শুরু হবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, 'জুলাই চেতনায় গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে ৫ আগস্ট সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস ২০২৬'। দিবসের সূচনা হবে সকাল ৬টা ১ মিনিটে শাহবাগের জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে। এ সময় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। এরপর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জুলাই শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সময় পরিবর্তনের কারণে অনুষ্ঠানটি বেলা ১১টার পরিবর্তে একই দিন দুপুর ১২টায় শুরু হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

সবার মত নিয়ে 'গ্রহণযোগ্য' সংবিধান সংশোধনী চায় বিশেষ কমিটি

সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটির সভাপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দলসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সংশোধনী প্রস্তাব তৈরি করতে চান তারা। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে কমিটির প্রথম বৈঠকের শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শুরু হয়ে বৈঠক শেষ হয় দুপুর দেড়টার দিকে। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, যেহেতু আমরা উদার এবং ওপেন, আমরা সবার কথা শুনবো। সর্বত্র যা যা সংশোধনের প্রয়োজন, সেসব সংশোধনী আমরা ধারণ করে সেভাবে রিপোর্ট প্রণয়ন করবো। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরে সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে আসবে বলে জানান তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এরপর বিল যখন আসবে, সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে আলোচনা করে আমরা সমঝোতার ভিত্তিতে সেই সংশোধনীটা গ্রহণ করতে চাই, যেই সংশোধনী জনপ্রত্যাশা পূরণ করবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোর গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে-সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সংশোধনী প্রস্তাবে রাখার চেষ্টা করবে কমিটি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের এই নবযাত্রা এবং রাষ্ট্র কাঠামোর যে আমরা বিবর্তনমূলক কার্যে যাচ্ছি এবং রাষ্ট্র কাঠামোর যে গণতান্ত্রিক সংস্কার আমরা করতে চাই, সেগুলো সব আমরা এখানে অ্যাড্রেস করবো, ধারণ করবো- যেটা আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং আছে। প্রথম বৈঠকে কার কার সঙ্গে আলোচনা করা হবে, সেই তালিকা এবং আলোচনার দিনক্ষণ ঠিক করার কথা রয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী ও বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান কমিটির সভাপতি। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাদের মতামত নেওয়া হবে। কতদিনের মধ্যে কমিটির প্রতিবেদন তৈরি হবে, তা এখনই বলতে পারেননি সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, সময়টা এখন নির্ধারণ করে বলতে পারবো না। সংবিধান সংশোধন কমিটিতে বিরোধী দলকে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকার তাদেরকে পাঁচজনের নাম দিতে বললেও, তাতে সায় দেয়নি তারা। এ বিষয়ে আশা প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে পাঁচটি নাম দেওয়ার কথা ছিল, সেই নামগুলো আমরা এখনো পাইনি। আমি আশা করি, তারা হয়ত অনুধাবন করবেন, এক পর্যায়ে তারা হয়ত তাদের নাম দেবেন, তাদের সঙ্গেও আমরা আলোচনা করবো। কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অথবা বৈঠকের বাইরে লিখিতভাবে প্রস্তাব দিলেও তা গ্রহণ করা হবে জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এছাড়াও নাম যদি না-ও দেয়, বিরোধীদলীয় সদস্য যারা আছেন, তাদের সবার পরামর্শ আমরা গ্রহণ করবো। তারা যদি মিটিংয়ে এসে দেন ভালো, মিটিংয়ের বাইরে দিলেও আমরা সেটা গ্রহণ করবো, লিখিতভাবে যদি দেন। তিনি বলেন, এভাবে আমরা একটা গ্রহণযোগ্য সংশোধনী আনতে চাই। জনপ্রত্যাশার সবকিছু আমরা ধারণ করতে চাই। সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমরা সেই রিপোর্টটা প্রণয়ন করতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে স্টুয়ার্ডের ব্যাগে মিললো ৪৮৫০ ইয়াবা

চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের এক স্টুয়ার্ডের ব্যাগ থেকে ৪ হাজার ৮৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে র‍্যাব-৭। এ ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার (৩ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অবস্থান নেয় র‍্যাবের একটি দল। তাদের কাছে তথ্য ছিল, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের এক স্টুয়ার্ড ইয়াবার একটি চালান বহন করছেন। বিকেল ৪টা ২ মিনিটে ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছালে 'জ' বগি থেকে নামার সময় স্টুয়ার্ড মো. মাহাবুর রহমান (২০) র‍্যাব সদস্যদের দেখে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে আটক করা হয়। তিনি জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার নলছিয়া গ্রামের

বাসিন্দা। পরে তার সঙ্গে থাকা একটি কালো কাঁধের ব্যাগ তল্লাশি করে কালো পলিথিনে মোড়ানো ৪ হাজার ৮৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে র‍্যাব। র‍্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, আটক মাহাবুর রহমানের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে ডিএনসিসি পার্কে ঢুকতে লাগবে না টিকিট

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে আগামীকাল বুধবার (৫ আগস্ট) রাজধানীর ডিএনসিসি ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশু পার্কে দর্শনার্থীরা বিনা টিকিটে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। তবে প্রতিটি রাইড ব্যবহারের জন্য দর্শনার্থীদের আলাদা আলাদা টিকিট কাটতে হবে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। ডিএনসিসির আওতাধীন এই ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশুপার্কটি শ্যামলীতে অবস্থিত। পার্কটিতে সাধারণ প্রবেশ ফি ১০০ টাকা। তবে পার্কে প্রবেশের পর অধিকাংশ রাইডে চড়তে আলাদা টিকিট লাগে। বিভিন্ন রাইডের টিকিটের দাম সাধারণত ৫০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে, রাইডভেদে ভিন্ন হয়। ডিএনসিসির ওই পোস্টে বলা হয়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে ৫ আগস্ট ডিএনসিসি ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশু পার্ক উন্মুক্ত রাখা হবে এবং ওই দিন দর্শনার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে পার্ক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিশু-কিশোরসহ পরিবারগুলোকে পার্কে বিনামূল্যে বিনোদনের সুযোগ করে দিতে চায় সিটি করপোরেশন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সিল-সই জাল করে প্রতারণা, গ্রেফতার ৫

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সিল, সই এবং অফিসিয়াল লেটারহেড জালিয়াতি করে প্রতারণার ঘটনায় সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাজধানীর মিন্টো রোডে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম এসব জানান। তিনি বলেন, চক্রটি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে একজন চাকরিচ্যুত কর্মচারীকে পুনরায় চাকরিতে বহাল করার সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশপত্রে প্রধানমন্ত্রী ও সচিবসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সিল, সই জালিয়াতি করে। গ্রেফতাররা হলেন- মো. ফারুক হোসেন (৪১), সাকিব খান (২৫), মাসুম মুনসী (৪৫), মীর তৌহিদুল ইসলাম (৩৬) ও মো. বকুল মণ্ডল (৩৫)। মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি এক সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সচিব এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সিল, সই এবং অফিসিয়াল লেটারহেড জালিয়াতি করে প্রতারণা করে আসছে বলে অভিযোগ আসে। এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আমাদের কাছে কিছু নথিপত্র উপস্থাপন করে তদন্তের অনুরোধ জানান। এ ঘটনায় ডিবি সাইবার (দক্ষিণ) টিম তদন্ত অভিযান চালিয়ে মাদারীপুর জেলার কালকিনি এলাকা থেকে চারজন এবং কুষ্টিয়া জেলা থেকে একজনকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক তদন্তের তথ্য জানিয়ে শফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্তরা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠায়। যেখানে একজন চাকরিচ্যুত কর্মচারীকে পুনরায় চাকরিতে বহাল করার সুপারিশ করা হয়। ওই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী, চারজন মন্ত্রী এবং দুইজন যুগ্ম সচিবের জাল সই সংযুক্ত ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

৫ আগস্ট ঘিরে নাশকতার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই : ডিবিপ্রধান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস ৫ আগস্ট ঘিরে ঢাকায় নাশকতার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাজধানীর মিন্টু রোডে ডিবি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। ডিবিপ্রধান বলেন, এখন পর্যন্ত ৫ আগস্ট ঘিরে নাশকতার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে দিনটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি রয়েছে, সেসব কর্মসূচি ঘিরেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। ভিন্নমতের কারণে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এসব ঘটনাকে নাশকতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ঠিক হবে না। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধারের বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএমপির এ গোয়েন্দা প্রধান বলেন, এ ঘটনাগুলো নিয়ে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট তদন্ত করছে। একইসঙ্গে আমরা ছায়া তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, জনমনে আতঙ্ক ছড়ানো কিংবা বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা থাকতে পারে। এসব বিষয় আমরা গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছি। তিনি বলেন, ডিএমপি সর্বদা সতর্ক রয়েছে। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে এবং নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ভারত-বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ‘চমৎকার সম্পর্ক’ আরও এগিয়ে নিতে হবে

বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর বারিধারায় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) বৃত্তি-২০২৬-এর জন্য নির্বাচিত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিদায় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আইসিসিআর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা তারা যেন দুই দেশের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে ভূমিকা রাখেন, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, আমি এখানে ভারতের হাইকমিশনার, অর্থাৎ ভারতের প্রতিনিধি। আপনারা যখন ভারতে যাবেন, তখন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, দু-দেশের জনগণেরও প্রতিনিধি হবেন। আপনারাদের অন্যতম দায়িত্ব হবে বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা। তিনি বলেন, ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। বাংলাদেশ ও ভারতের তরুণদের মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। দু-দেশের সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা একে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করার মাধ্যমে সম্পর্ক আরও গভীর হবে। আমাদের জনগণের মধ্যে এরই মধ্যেই চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। এটিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, প্রতিটি দিন উপভোগ করুন। পড়াশোনার পথে নানান চ্যালেঞ্জ আসবে। কখনও মনে হতে পারে কোনো বিষয় কঠিন। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে, হাল ছাড়া যাবে না। নতুন বন্ধু তৈরি করুন, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, ভারতে আপনারা অনেক সম্মান, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পাবেন। বাংলাদেশে এসে আমি মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি, তাতে আমি অভিভূত। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চলতি বছর সারাদেশ থেকে ৭ হাজার ৭০০ আবেদনকারীর মধ্য থেকে ৫৪১ জন শিক্ষার্থী আইসিসিআর বৃত্তি-২০২৬-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের বিদায় ও শুভেচ্ছা জানাতে এ সংবর্ধনার আয়োজন করে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারের আহ্বান

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সমন্বিত সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন নীতি-নির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়নকর্মী ও শিল্পখাতের প্রতিনিধিরা। তারা বলেছেন, কর্মসংস্থান উপযোগী গ্র্যাজুয়েট এবং আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পখাতের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জরুরি। সোমবার (৩ আগস্ট) রাজধানীর পিকেএসএফ ভবন-১-এ দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ও পিকেএসএফ আয়োজিত ‘লিংকিং স্কিলস উইথ এমপ্লয়মেন্ট : চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরোয়ার্ড’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা বলেন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য বাংলাদেশের জনমিতিক সুবিধা কাজে লাগানোর পথে বড় বাধা। এ জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শিল্পখাতনির্ভর ও চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সম্মানী ভাতার আওতায় আসছেন আরও আড়াই লাখ ইমাম-মুয়াজ্জিন-পুরোহিত

চলতি অর্থবছরে আরও ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, পুরোহিত ও অন্যান্য উপাসনালয়ের ব্যক্তিদের সম্মানী ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য মাসিক সম্মানী ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করতে গঠিত সেলের সপ্তম সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) ও সেলের সভাপতি মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমকক্ষে এ সভা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জুলাই শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে তখনই, যখন বাংলাদেশে একটি মানবিক, জবাবদিহিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, শুধু আন্দোলন-সংগ্রামের গৌরবগাঁথা স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং যে কারণে এসব আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, সেসব কারণ দূর করে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আর রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে না হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪’ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কাউন্সিল ভবনে বুয়েট শিক্ষক সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, স্বাধীনতার আগে ও পরে বারবার আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ের মধ্যদিয়ে এগোতে হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে, আমরা দীর্ঘ সময় ধরে একটি স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ফলে প্রতিটি প্রজন্মকেই কোনো না কোনোভাবে গণতন্ত্র, অধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য নতুন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। শহিদদের স্মরণ কিংবা আত্মত্যাগের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করাই যথেষ্ট নয়, বরং কেন রাষ্ট্রকে বারবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেই কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করাই আজকের প্রধান দায়িত্ব বলে

উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শহিদদের আত্মত্যাগকে আত্মতৃপ্তির বিষয় হিসেবে নয়, বরং একটি নির্মম বাস্তবতার শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বাংলাদেশিকে একই ধরনের বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি হতে না হয়। রাষ্ট্রের নাগরিকের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার গুরুত্ব উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে বহু যোগ্য ও মেধাবী মানুষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখার সুযোগ পান না। এই বাস্তবতা পরিবর্তন করাই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শিক্ষা হওয়া উচিত। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি নির্ভর করে তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ওপর। সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কার্যকর ভারসাম্য, জবাবদিহি এবং সাংবিধানিক মর্যাদা নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র টেকসই হয় না। সাম্প্রতিক আত্মত্যাগের পরও যদি আমরা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হই, তবে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে আরও গভীর গবেষণা ও আত্মসমালোচনা জরুরি হয়ে পড়বে। তথ্যমন্ত্রী ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মতো ঘটনাগুলোকে আবেগের পাশাপাশি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের মেধাবী শিক্ষক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরাই সমাজের আলোকিত অংশ। তাদের গবেষণা, বিশ্লেষণ ও মুক্তচিন্তার মধ্যদিয়েই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ভাসিত হবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য নতুন পথরেখা নির্মিত হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বুয়েটের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হাসিব চৌধুরী এবং পুরকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আব্দুল জলিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

পরিবেশ সুরক্ষা ও কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস

দেশের টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং নাগরিকদের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে দেশের পানি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই সমাধান নিশ্চিতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এমন আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন ফুটস্টেপস বাংলাদেশের নেতৃত্বে পরিবেশ, পানি ও প্রকৌশল খাতের বিশেষজ্ঞঞ এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন। তারা দেশের পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা, বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা এবং সমাধান নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ তুলে ধরেন। বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় রেখে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করেন। সভায় দেশের খাল পুনরুদ্ধার, নদী ও বাঁধের স্থিতিশীলতা, নগর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বর্জ্য পানি পরিশোধন এবং বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি দ্রুত নগরায়নের প্রেক্ষাপটে সমন্বিত ও কার্যকর নগর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশে সৌদি আরবের বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ করে সৌরবিদ্যুৎ খাতে সৌদি বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ খাতে সৌদি কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সৌদি আরবের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার ওয়ালিদ এল-খেরেইজির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বৈঠকে সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালিদ এল-খেরেইজি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বর্তমানে বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এ পরিস্থিতিতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদারে সৌদি আরব আন্তরিকভাবে আগ্রহী। তিনি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সৌদি সরকারের আগ্রহের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন। এছাড়া সৌদি আরবের উন্নয়নে বাংলাদেশি কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহরিয়ার পামির জানান, সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা ও দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বর্তমান সরকার সৌদি আরবের সঙ্গে একটি কৌশলগত, বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায়। জবাবে সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, সি-ফুড, ট্রপিক্যাল ফুড, কৃষিভিত্তিক শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি,

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী। বৈঠকের শেষে সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানান।প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সুবিধাজনক সময়ে সৌদি আরব সফরের আশা প্রকাশ করেন বলে সহকারী প্রেস সচিব জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

শহিদের আত্মত্যাগে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্য যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক বিজয়। তিনি বলেন, এই আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্য যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে এবং বাংলাদেশে আর কখনও স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, চরমপন্থা কিংবা উগ্রবাদের উত্থান হতে দেওয়া যাবে না। আগামীকাল 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' উপলক্ষ্যে দেওয়া আজ এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য ৫ আগস্ট আনন্দের দিন, বিজয়ের দিন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে আজ থেকে ঠিক দুই বছর আগে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, এই দিনে দেশের বীর ছাত্র-জনতা এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। রাহুমুক্ত হয় বাংলাদেশ। বীর ছাত্র-জনতার রক্তস্নাত এই দিনটিকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদের পতন এবং দেশে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিএনপিসহ ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতের মানুষকে সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হয়েছিল। অসংখ্য মানুষ গুম, খুন, অপহরণ, হামলা, মামলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আপোষহীন দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াকেও মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জালিমের কারাগারে কাটাতে হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

আগামী এক বছরের মধ্যে জুলাই হত্যা মামলার বিচার শেষ হবে : চিফ প্রসিকিউটর

আগামী এক বছরের মধ্যে জুলাই হত্যা মামলার সমস্ত বিচার শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, আগামী ১ বছরের মধ্যে জুলাই হত্যা মামলার সমস্ত বিচার শেষ করা হবে। আইন অনুযায়ী পলাতক ব্যক্তিদের বিচার চলছে। তাদেরকে না পাওয়া পর্যন্ত রায় কার্যকরের সুযোগ নাই। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তসহ জরিমানার আদেশগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন শুরু করা হচ্ছে। এসময় জিয়াউল আহসানের বিচারকার্যও দ্রুত শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন চিফ প্রসিকিউটর
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

৪ প্রকল্পে এডিবির কাছে ৭৭৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তা আশা করছে সরকার

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, সবার জন্য সাশ্রয়ী আবাসন এবং শিক্ষা খাতের নতুন চারটি প্রকল্পে ম্যানিলা-ভিত্তিক ঋণদাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৭৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা পেতে নিবিড়ভাবে কাজ করছে সরকার। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলোর জন্য এডিবির সাথে আলোচনা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। তিনি জানান, 'বাংলাদেশ : পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে এডিবির ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার ঋণ আলোচনা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি এখন একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে একজন বাংলাদেশি যুবক আহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের ছোড়া রাবার বুলেটে এক বাংলাদেশি যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিষয়টি দৈনিক ইত্তেফাককে নিশ্চিত করেছেন ৫৮-বিজিবির সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুল রহমান।সোমবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তির হলেন শ্যামকুড় মাঠপাড়ার মজিবুল খানের ছেলে রুবেল। বিজিবি সূত্রে জানা যায়, সোমবার দিবাগত রাতে কয়েকজন বাংলাদেশি যুবক গরু আনতে মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় লড়াইঘাট সীমান্তের ৬০/১৫০ নম্বর পিলারসংলগ্ন এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় ভারতের মাহেন্দ্র ক্যাম্পের বিএসএফ টহলদল রাবার বুলেট ছুড়লে রুবেল আহত হন। তার সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে জীবননগর হাসপাতালে এবং পরে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আহত রুবেলের সঙ্গে হাসপাতালে তার স্ত্রী ও মা রয়েছেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জামিরুল ইসলাম বলেন, "শ্যামকুড় মাঠপাড়া গ্রামের রুবেল নামের এক ছেলে সীমান্তে গুলি লাগার বিষয়টি শুনেছি।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশিদের জন্য মার্কিন দূতাবাসের নতুন সতর্কবার্তা

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের জন্য নতুন সতর্কবার্তা দিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। ভ্রমণের সময় চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতিসহ সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যয় বহনের মতো পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোমবার দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বার্তায় এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। বার্তায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময় এমন আর্থিক প্রস্তুতি থাকতে হবে, যাতে ভ্রমণে কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটলে বা চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলেও নিজের খরচ নিজেই বহন করা যায়। এতে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থে পরিচালিত সরকারি সুবিধার অপব্যবহার করলে তার স্থায়ী প্রভাব পড়তে পারে। এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ, পড়াশোনা বা কাজের জন্য অযোগ্য হিসেবে বিবেচনার কারণ হতে পারে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

মানবতাবিরোধী অপরাধে ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১১ জনের যাবজ্জীবন

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের ৬টি মামলার রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আলোচিত ৬টি রায়ে ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি এসব মামলার অন্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চলমান বিচারের বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের বিচারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত দুটি ট্রাইব্যুনালের দেওয়া ৬টি রায়ের মাধ্যমে সে প্রতিশ্রুতি অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। আমি মনে করি, দেশের অন্য যে-কোনো আদালতের চেয়ে অনেক কম সময়ে সেনসেটিভ ৬টি মামলায় যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, তা অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক। এখনো অনেক মামলার বিচার দুটি ট্রাইব্যুনালে চলছে এবং সেগুলো বিচারের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। আশাকরি আমাদের ট্রাইব্যুনাল চব্বিশের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের সব বিচার নিশ্চিত হবে। (রেডিও টুডে ওয়েবপেজ: ০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

সেপা কোনো গোপন বিষয় না, এটা প্রকাশ হবে : বাণিজ্যমন্ত্রী

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সেপা) সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ, যার আওতায় দুই দেশের মধ্যে অনেক পণ্য ও সেবায় অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা মিলবে; আজ এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বাংলাদেশ-কোরিয়া সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সেপা) স্বাক্ষর-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, এই চুক্তির আওতায় কোরিয়ার বাজারে বাংলাদেশের পোশাক, চামড়া ও পাট জাতীয় পণ্য প্রাধান্য পাবে। আর বাংলাদেশের বাজারে কোরিয়ার নির্দিষ্ট কিছু কৃষি পণ্য, প্লাস্টিক, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ প্রাধান্য পাবে। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই চুক্তি করতে কোনো তাড়াহুড়ো করেনি সরকার। "আমরা এফিশিয়েন্টলি আলোচনা সম্পন্ন করেছি। এটির জন্য সময় দিয়েছি, রাত-দিন পরিশ্রম করেছি। যে কাজ দুই বছরে হতো, সেটা ছয় মাসে করেছি," বলেন বাণিজ্য মন্ত্রী। "আর এই সেপা বা আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যচুক্তি কোনো গোপন বিষয় না, এটা প্রকাশ হবে। আপনারা লাইন বাই লাইন পড়তে পারবেন এবং আমি নিশ্চিত যে আপনারা পড়ার পরে এই ফিডব্যাকটাই পাবো যে, তারেক রহমান বাংলাদেশের জন্য একটি ভালো বাণিজ্য চুক্তি করেছেন যার সুফল আগামী কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ ভোগ করবে।" (রেডিও টুডে ওয়েবপেজ: ০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

হাসপাতালে আগুন, ধোঁয়া ও হুড়োহুড়িতে আহত অর্ধশতাধিক

সাতক্ষীরা শহরের ১০ তলা বিশিষ্ট ব্লিজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ধোঁয়া ও আতঙ্কে সৃষ্ট হুড়োহুড়িতে অন্তত ৫০ জন রোগী ও তাদের স্বজন আহত হয়েছেন। আহতদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও বিভিন্ন স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে হাসপাতালটির বেসমেন্টে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রান্নার কাজে ব্যবহৃত একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে। তবে আগুনের প্রকৃত কারণ তদন্ত শেষে জানানো হবে। ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপ-পরিচালক মো. সাইফুজ্জামান জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে চারটি ইউনিট দুই ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় কেউ নিহত হননি। আহতদের উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও স্থানীয় ক্লিনিকগুলোতে পাঠানো হয়েছে। সাতক্ষীরায় হাসপাতালে আগুন, হুড়োহুড়ি ও ধোঁয়ায় আহত ৫০ হাসপাতালে আগুন লাগায় রোগীদের সরিয়ে নেওয়া হয় সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদুজ্জামান বলেন, উদ্ধার কার্যক্রম ও যানজট নিয়ন্ত্রণে শতাধিক পুলিশ সদস্য এবং বিজিবি ফায়ার সার্ভিসকে সহায়তা করেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রায় দুই ঘণ্টা খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের নারকেলতলা মোড় থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

বাগেরহাটে একই পরিবারের তিন সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার চান্দেরকোলা গ্রামে একই পরিবারের তিন সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় এটি হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রাড়ীপাড়া ইউনিয়নের চান্দেরকোলা গ্রামে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন- চান্দেরকোলা

গ্রামের মৃত আবদার আলী হাওলাদারের ছেলে আহাদ হাওলাদার, তার মা মনিরা বেগম এবং নানী সানজিদা বেগম। ওই নানীর বাড়ি বাগেরহাট সদর উপজেলার বিষ্ণুপুর এলাকায় বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে কচুয়া থানার এসআই মো. মহমুদ হাসান জানান, প্রতিবেশী কয়েকজন নারী প্রথমে বাড়ির বারান্দায় বৃদ্ধার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাড়ির অন্য সদস্যদের ডাকাডাকি করেন। পরে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে আহাদ হাওলাদার ও মনিরা বেগমের মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, দুই থেকে তিনদিন আগে তাদের হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। প্রতিবেশীরা বাড়িতে না থাকায় ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেননি। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে নিহতদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

ওমরাহ যাত্রীদের জন্য সৌদি আরবের নতুন সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশসহ চার দেশের ওমরাহ যাত্রীদের জন্য নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত ও মিসরের ওমরাহ যাত্রীদের ক্ষেত্রে রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখ থেকে এই নির্দেশনা কার্যকর হবে। মঙ্গলবার দ্য নিউজ পাকিস্তান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নতুন নীতির আওতায় ওমরাহ ভিসা পেতে হলে প্রতিদিনের খাবারের জন্য বাধ্যতামূলক 'নুসুক' ফুড ভাউচার কিনতে হবে। এর মূল্য প্রতিদিন প্রায় ২০ সৌদি রিয়াল। এই অর্থ সরাসরি ওমরাহ ভিসার মোট ফির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। নতুন ব্যবস্থায় ওমরাহ যাত্রীদের হোটেল বুকিং, পরিবহণ, খাবারসহ বিভিন্ন সেবা একটি একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মক্কা ও মদিনার প্রায় ১০ হাজার রেস্তোরাঁকে নুসুক অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ওমরাহযাত্রীর ভিসার সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র কোড যুক্ত থাকবে। ওই কোড ব্যবহার করে অনুমোদিত খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁ থেকে খাবার সংগ্রহ করা যাবে। ওমরাহ যাত্রীদের জন্য মানসম্মত ও সুশৃঙ্খল খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করাই নতুন এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। একইসঙ্গে অনিবন্ধিত সেবা প্রদানকারীদের কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করা। তবে নতুন নিয়মের কারণে ওমরাহ প্যাকেজের মোট খরচ বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

গোপালগঞ্জে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

গোপালগঞ্জে সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। জেলা পুলিশের পাশাপাশি ৫ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মোড়, সরকারি স্থাপনা ও জনসমাগমস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুত রয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিক রাখতে বিজিবিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের কথা নিশিচত করে বলেন, আগামীকাল ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস পালনের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে ব্যাপারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি সংবাদকর্মীদের জানান। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা যাতে কোনো অবনতি না ঘটে তার জন্য বিজিবি মোতায়েন থাকবে বলে জানান ডিসি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

ভারত সফরের আমন্ত্রণ পেলেন প্রধানমন্ত্রী, বহাল ফেব্রুয়ারির সফরও : নয়াদিল্লি

বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আগামী সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। একইসঙ্গে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া দ্বিপাক্ষিক ভারত সফরের আমন্ত্রণও বহাল রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরের আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেটি এখনো বহাল আছে। ব্রিকস সম্মেলন নিয়ে তিনি বলেন, বিমসটেক চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অষ্টাদশ ব্রিকস সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে অংশ নিতে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। ব্রিকসের আউটরিচ অধিবেশনে যে প্রচলিত রীতি মেনে চলা হয়, সেই অনুযায়ীই এই আমন্ত্রণ। অন্যান্য আঞ্চলিক জোটের প্রধানদেরও একইভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যোগ করেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

জুলাইয়ের চেতনায় রাষ্ট্র ও সমাজের স্থায়ী কাঠামো তৈরি করতে হবে : তথ্যও সম্প্রচারমন্ত্রী

বারবার রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও সংঘাতের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের একটি স্থায়ী কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি

বলেন, “বারবার সংঘাত ও আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যাওয়া আত্মসন্তুষ্টির বিষয় নয়, বরং এক নির্মম বাধ্যবাধকতা। জুলাই অভ্যুত্থানের শহিদদের রক্তের বিনিময়ে এই সংঘাতময় পরিবেশ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এজন্য রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোতে ন্যূনতম এমন এক জনমতের পাটাতন বা কাঠামো তৈরি করতে হবে, যার নিচে আর কেউ যেন নামতে না পারে।” আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল ভবনে বুয়েট শিক্ষক সমিতি আয়োজিত ‘মহান জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪’ উপলক্ষ্যে স্মরণ- আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, “ব্রিটিশবিরোধী লড়াই, পাকিস্তান আমল, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন- আমাদের ইতিহাস কেবলই রূপান্তর ও বিদায়ের ইতিহাস। আমরা এখনো এমন একটি স্থায়ী ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি, যা মানুষের মেধা, যোগ্যতা ও বিকাশকে নিশ্চিত করে।” জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, “দেশে এ পর্যন্ত ১৩টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষটি ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তারপরও আমরা এখনো বলতে পারছি না যে, আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থা বা বিচার বিভাগ একটি কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েছে। এই রক্তদানের বিনিময়ে যদি জবাবদিহিমূলক ও সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারি, তবে ভাবতে হবে আমাদের সার্বিক ব্যবস্থার ডিএনএ-তেই মৌলিক ত্রুটি রয়ে গেছে।” তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার কারণে বহুগুণী ও মেধাবী মানুষকে দেশ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। এই ত্রুটি দূর করে নতুন প্রজন্মের জন্য বৈষম্যহীন ও মানবিক বাংলাদেশ গড়াই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, “আপনারা কেবল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক নন, তরুণ প্রজন্মের পথপ্রদর্শকও। পাঠ্যক্রমের বাইরে নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া আপনাদের বড়ো সামাজিক দায়িত্ব।” বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। সভায় আরো বক্তব্য দেন বুয়েটের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী এবং পুরকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল জলিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ করেন এবং শহিদদের আত্মত্যাগের চেতনাকে ধারণ করে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, যে-কোনো ধরনের অপতৎপরতা প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, উগ্রবাদ দমন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সবসময় তৎপর রয়েছে। পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি পুলিশের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। টহল বা দায়িত্ব পালনের সময় কোনো সদস্য যেন একা বা অসতর্ক অবস্থায় না থাকেন, সে জন্য নিয়মিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখার কোনো কারণ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম প্রসঙ্গে সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, মাঠপর্যায়ে তাদের কোনো প্রভাব নেই। তারা মাঝেমধ্যে বিদেশ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করলেও দেশে কোনো ধরনের অপতৎপরতা চালানোর সক্ষমতা তাদের নেই। সাম্প্রতিক সময়ে এনসিপির ওপর হামলার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে এবং তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

উত্তপ্ত চার ক্যাম্পাস, সংঘর্ষ-হামলায় আহত শতাধিক

হামলা, পাল্টা হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত ঢাকার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ক্যাম্পাসে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। মঙ্গলবার ছাত্রদল-ছাত্রশিবির ও ছাত্রশক্তির মধ্যে এ সংঘর্ষে অন্তত শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। ঢাকার বাইরেও বরিশালে বিএম কলেজ ক্যাম্পাসও অশান্ত হয়ে উঠে। এছাড়া গতকাল সোমবার রাতে সংঘর্ষের পর মঙ্গলবারও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। মঙ্গলবার যে-সব ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ হয়েছে, সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সন্ধ্যার পরও পুরান ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশ সদস্যদের সতর্ক অবস্থান ছিল। ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা কবি নজরুল কলেজ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে অবস্থান নেন। তবে ছাত্রশিবিরের কাউকে দেখা যায়নি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনার পর চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

EU CALLS FOR STRONGER BORDERS AFTER CEUTA MIGRANT CROSSINGS

European Commission President Ursula von der Leyen has called for "united action" on border security after the chaotic influx of tens of thousands of migrants from Morocco into the Spanish exclave of Ceuta last week. Spain estimates that about 69,500 migrants have now returned to Morocco, exceeding initial estimates of 50,000. The official death toll on the Spanish side of the border stands at 72, with 11 deaths on the mm Moroccan side. On Tuesday, EU interior ministers will have emergency talks by video conference to discuss the issue. The scenes in Ceuta have strained relations among some of the EU's 27 member states. In a letter to Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, von der Leyen praised his "swift handling" of the crisis. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

FIVE DEAD IN MOSCOW REGION AS UKRAINE CONTINUES WAREHOUSE STRIKES

At least five people were killed and 10 more injured in a Ukrainian drone strike on a warehouse close to Moscow overnight on Monday, the region's governor has said. The official did not specify what had been targeted but Ukraine has been carrying out strikes on facilities operated by Wildberries in recent weeks, often dubbed the "Russian Amazon". Kyiv says the depots are used to supply the Russian military, which Moscow denies. Local officials also said Wildberries warehouses were targeted in the St Petersburg and Tver regions overnight. Russia also launched strikes against parts of Ukraine, killing at least four and injuring several people. Russia's defence ministry said it had intercepted and destroyed 320 drones overnight. Moscow region governor Andrei Vorobiev said an industrial site in Novoselki, Chekhov - about 69km south of the Kremlin - was attacked, triggering a fire at a warehouse. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

FRANCE WILDFIRES REVEAL HUNDREDS OF WW2 SHELLS IN VILLAGE

Wildfires in the south of France have revealed a cache of 400 historic shells and munitions in the village of Le Porge, according to local authorities. Blasts during the fires, initially thought to be exploding gas cylinders, may have been World War Two explosives detonated by the heat, the local fire commander told local media. More than 100 explosions were heard on the second night of the fire, Mayor Martial Zaninetti told French news outlet France Info, likening it to "the sound of war". Demining operations have now seen most residents return to their homes, however the mayor has said certain areas are still off-limits. More than 180 houses in the area were destroyed by the wildfire. "There were ammunition depots buried in land within our municipality, but we didn't know it, and they exploded", Zaninetti told France Info. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

US STATES SUE TO BLOCK TRUMP TARIFFS IMPACTING DOZENS OF COUNTRIES

Twenty five states sued President Donald Trump's administration on Monday over a wave of tariffs against dozens of countries. The US says the tariffs, which range between 10% and 12%, were imposed due to trading partners - including the UK, China and the European Union - failing to properly tackle forced labour. In a legal document seen by the BBC, the coalition of Democratic states said the decision was "arbitrary, capricious, and contrary to law." In response, White House spokesman Kush Desai said the US is "using its lawful authority" to address practices that burden American businesses. Desai added that any foreign countries failing to deal with the importation of goods produced with forced labour was "unreasonable" and must be addressed. The new tariffs, which came into effect in July, were imposed under Section 301 of the 1974 US Trade Act, legislation which is designed to target nations that use forced labour. The duties cover 99.4% of US imports, according to the Office of the US Trade Representative (USTR). (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

SOLDIER KILLS FOUR IN GUN RAMPAGE IN RUSSIAN-OCCUPIED CRIMEA

Four people have been killed by a soldier in Russian-annexed Crimea in an apparently random gun rampage. The Moscow-installed regional governor Mikhail Razvozhayev said the gunman opened fire on his fellow soldiers, killing one and wounding another. He then went on to kill three civilians in the village of Khmelnytske - two men, aged 71 and 59, and a 64-year-old woman. Three other people were also injured. The attacker has been detained and the motive behind the shooting was being investigated, Razvozhayev said. He has not

been publicly identified and local officials have not released information about which branch of the Russian armed forces he was serving with. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

LANDSLIDE HITS ETHIOPIA MONASTERY DURING PRAYER SERVICE KILLING AT LEAST 14 PEOPLE

Funerals have been held for some of the 14 people killed in a landslide that hit a mountain monastery hosting an overnight prayer session in Ethiopia's northern Amhara region. Rescue efforts for others feared trapped in the debris after a hillside above the Orthodox Church monastery collapsed in the early hours on Monday morning have now been halted. The monastery includes a prayer chamber carved into the mountainside, where the worshippers had gathered for the special prayer service. "The land above the cave... slid after the heavy rain that lasted throughout the night," Dagnachew Azbite, a senior local official, told the BBC. Seven people had been found injured, five of them seriously, he said. The prayer service being held at the Tsadqane Debre Mitmaq St Mary Monastery included a holy water cleansing ritual that is popular among Orthodox Christians seeking spiritual healing for chronic illnesses. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

BOARD OF PEACE SAYS NO ISRAELI WITHDRAWAL FROM GAZA BEFORE HAMAS DISARMS

The US-led Board of Peace has said that an Israeli withdrawal from Gaza will only take place after the disarmament of Hamas is complete, following a meeting between the body's director, Nickolay Mladenov, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The meeting on Monday in West Jerusalem came as Israeli politicians signalled their displeasure with the deal, announced by US President Donald Trump last Thursday. "Contrary to inaccurate reports, we note that the withdrawal of the Israeli military beyond the Yellow Line will take place only once decommissioning is complete, as Hamas committed to the mediators," the Board of Peace, established by Trump in January to oversee the administration of Gaza after Israel's genocidal war, said. "This applies to light weapons, heavy weapons, and the tunnels alike." The "Yellow Line" is the term used to refer to the demarcation the line behind which Israeli forces continue to base themselves in Gaza. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

MORE THAN 150 MIGRANTS RESCUED AFTER BOAT CATCHES FIRE IN CHANNEL

More than 150 migrants have been rescued after the boat they were using to cross the Channel caught fire on Tuesday morning, French authorities have said. The boat was attempting to cross to the UK when its engine caught fire, according to the French maritime prefecture of the Channel and North Sea. It said 157 people have been rescued and are being taken to port in Boulogne-sur-Mer. There are no reports of anyone having been injured or killed. It comes just a day after Prime Minister Andy Burnham pledged his government will be "relentless" in curbing the number of people arriving in the UK on small boats. French authorities said the boat left France on Monday night. Overnight "five people on board the vessel required rescue... the remaining people on board refused the assistance offered by the French patrol boats", the French maritime prefecture said. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

DR CONGO EBOLA OUTBREAK KILLS MORE THAN 1,700 AS WHO ACCELERATES TRIALS

The death toll from the Democratic Republic of the Congo's rapidly expanding Ebola outbreak has risen above 1,700, as the World Health Organization (WHO) says trials of experimental treatments, preventive medicines and vaccines are advancing at unprecedented speed. The outbreak, caused by the rare Bundibugyo strain of the virus, has killed 1,707 people out of 3,802 recorded cases since it was declared on May 15, according to the latest government figures. More than 17,000 contacts are being monitored, with about 80% followed up each day, WHO data show. The epidemic is now the second-largest Ebola outbreak on record and the fastest growing. Unlike previous outbreaks caused by other strains of the virus, there are no approved vaccines or treatments for the Bundibugyo variant. (BBC News Web Page: 04/08/26, FARUK)

:: THE END ::